

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড  
রাজস্ব ভবন  
ঢাকা-১০০০।

পরিপত্র নং-১ (আয়কর)  
১৯৯৯-২০০০

নথি নং-৩(৩)কর-৭/আঃ আঃ বিঃ/

তারিখ : ১৪/০৭/৯৯ইং

বিষয়: অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর ও সম্পদ কর আইনে আনীত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন ও পরিবর্তন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা।

অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪তে কতিপয় সংশোধনী আনা হইয়াছে এবং সম্পদ কর আইন, ১৯৬৩ রহিত করা হইয়াছে। উক্ত সংশোধনীসমূহের প্রেক্ষিতে এবং ১৯৯৯-২০০০ সালের বাজেট কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত আয়কর সম্পর্কিত কতিপয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ তে প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন করা হইয়াছে। আয়কর অধ্যাদেশ ও আয়কর বিধিমালায় আনীত সংশোধনীসমূহের যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হইল :

আয়করঃ

০১। ব্যক্তি শ্রেণীর কর হারঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে ১৯৯৯-২০০০ কর বৎসরের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি করদাতা, হিন্দু যৌথ পরিবার, অংশীদারী ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ এবং আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ৬০,০০০/- টাকা হইতে ৭৫,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হইয়াছে। করমুক্ত আয় সীমা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্বিন্যাসকৃত আয়স্তর ও কর হার নিম্নরূপ :

|  | হার   |
|--|-------|
| ১। প্রথম ৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর     | শূন্য |
| ২। পরবর্তী ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর   | ১০%   |
| ৩। পরবর্তী ১,২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর | ১৮%   |
| ৪। অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর                         | ২৫%   |

তবে ন্যূনতম করের পরিমাণ পূর্বের মতই ১,০০০/- টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত (Investment tax credit) প্রদানের ফলে প্রদেয় করের পরিমাণ ১,০০০/- টাকার কম হইলেও তাহাকে ১,০০০/- টাকাই কর প্রদান করিতে হইবে।

## ০২। সারচার্জ :

অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট করদাতার পরিসম্পদের অর্জন/ক্রয় মূল্যের (cost of acquisition) ভিত্তিতে সারচার্জ আরোপের বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তি করদাতার নিজস্ব ব্যবহৃত বাসস্থানের ক্রয়/অর্জন মূল্য এবং দায় (liabilities) বাদ দিয়া নীট পরিসম্পদের মূল্যমান দশ লক্ষ টাকার অধিক হইলে উক্ত করদাতাকে তাহার প্রদেয় আয়করের উপর দশ শতাংশ হারে সারচার্জ প্রদান করিতে হইবে। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে কোন করদাতা যদি একাধিক তলা বিশিষ্ট বাড়ীর মালিক হন এবং নিজের বসবাসের জন্য একটি ফ্লোর ব্যবহার করেন সেইক্ষেত্রে নিজস্ব ব্যবহৃত বাসস্থানের জন্য উক্ত ইমারতের মোট অর্জন/ক্রয় মূল্যের আনুপাতিক অংশ বাদ দিয়া মোট পরিসম্পদ নিরূপন করিতে হইবে। ইহাছাড়াও কোন করদাতা যদি নিজস্ব বসবাসের জন্য একটি বাড়ী ব্যবহার করেন তাহা হইলে উক্ত বাড়ীর মূল্যমান সারচার্জ আরোপের জন্য বিবেচিত হইবে না। ধারা 75 এর উপ-ধারা (2) এর clause(d) সংশোধনের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে তিন লক্ষ টাকা মোট আয় পর্যন্ত আবশ্যিকভাবে সম্পদ বিবরণী দাখিলের প্রয়োজন না থাকিলেও উপরে বর্ণিত নিয়মে যদি সংশ্লিষ্ট করদাতার নীট পরিসম্পদের মূল্যমান দশ লক্ষ টাকার অধিক হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহাকে সারচার্জ প্রদান করিতে হইবে। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্নের ক্ষেত্রেও উল্লিখিত নিয়মে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।

তবে ষষ্ঠ তফশীল পার্ট 'এ' এর ৮ নং ও ২০ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত পেনশন ও গ্র্যাচুইটি বা অবসরকালীন প্রাপ্ত অন্য কোন অর্থ এই সারচার্জ পরিগননার জন্য সম্পদ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে না। এই সংক্রান্ত প্রমানপত্র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট যাচাইয়ের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

## ৩। ব্যবসা ও পেশা আয়ের ক্ষেত্রে Spot Assessment এর বিধান প্রবর্তন- আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 82D এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিধি 38B সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের নতুন ধারা 82D সংযোজনপূর্বক Spot Assessment এর বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে। নূতন প্রবর্তিত এই বিধান অনুযায়ী উপ-কর কমিশনার তাহার অধিক্ষেত্রাধীন Shopping Centre বা কমার্শিয়াল মার্কেটে অথবা ছোট ছোট ব্যবসায়িক এলাকায় সরেজমিন কর নির্ধারণের (Spot Assessment) জন্য একটি কর্মসূচি প্রনয়ন করিবেন। প্রনীত কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত/যুগ্ম-কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদনের পর সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কর্মচারী ও সাজ সরঞ্জামসহ উপ-কর কমিশনার উপরে বর্ণিত এলাকায় গিয়া ব্যবসা বা পেশা খাতে আয় থাকা সত্ত্বেও আয়কর নথি নাই এইরূপ ব্যক্তিদের (কোম্পানী ব্যতীত) সনাক্ত করিবেন এবং নির্ধারিত হারে তাহাদের কর ধার্য্য করিবেন। তবে এইরূপ কর ধার্যের পূর্বে করদাতা কর্তৃক পুরনকৃত এবং স্বাক্ষরিত এক পৃষ্ঠার আয়কর রিটার্ন (রিটার্ন ফরম "বি") করদাতার নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। রিটার্ন ফরমটি উপ-কর কমিশনারই করদাতাকে সরবরাহ করিবেন এবং তাহা পুরনে সহায়তা করিবেন। Spot Assessment এর ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর হার হইবে নিম্নরূপঃ-



- (ক) সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে অবস্থিত কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূলধনের পরিমাণ যদি ৫ লক্ষ টাকার অধিক না হয় তাহা হইলে করের পরিমাণ হইবে ২,৫০০/- টাকা;
- (খ) সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে অবস্থিত কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূলধনের পরিমাণ যদি ৫ লক্ষ টাকার বেশী কিংবা ১০ লক্ষ টাকার অধিক না হয় তাহা হইলে করের পরিমাণ হইবে ৩,৫০০/- টাকা।
- (গ) বিভাগীয় অথবা জেলা সদরের পৌর এলাকায় অবস্থিত কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূলধনের পরিমাণ যদি ৫ লক্ষ টাকার অধিক না হয় তাহা হইলে করের পরিমাণ হইবে ১,৫০০/- টাকা;
- (ঘ) বিভাগীয় অথবা জেলা সদরের পৌর এলাকায় অবস্থিত কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার বেশী কিংবা ১০ লক্ষ টাকার অধিক না হয় তাহা হইলে করের পরিমাণ হইবে ২,৫০০/- টাকা;

আইন ও চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত করদাতাদের ক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনারগণ তাত্ক্ষণিকভাবে নিম্নবর্ণিত হারে কর ধার্য্য করিবেন :

৫ বৎসরের বেশী, কিংবা ১০ বৎসরের বেশী নহে এইরূপ সময়ব্যাপী আইন ও চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত করদাতাদের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য ২,৫০০/- টাকা এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ১,০০০/- টাকা। ১০ বৎসরের বেশী সময়ব্যাপী বর্ণিত পেশায় নিয়োজিত করদাতাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মে কর নির্ধারণ করা হইবে।

নির্ধারিত হার অনুযায়ী কর প্রদানে সংশ্লিষ্ট করদাতা সম্মত হইলে তাত্ক্ষণিকভাবে তাহাকে বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকে নির্ধারিত আয়কর জমা দিতে হইবে। কর জমাদানের এইরূপ রশিদটি আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৪২ এর আওতায় কর নির্ধারণ সম্পন্নকরনের (completion of assessment) প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হইবে। এইরূপ ধার্য্যকৃত কর সংশ্লিষ্ট করদাতার পরবর্তী দুইটি কর বৎসরের জন্যও অপরিবর্তিত থাকিবে। তবে কোন করদাতা এই ব্যবস্থায় নির্ধারিত হারে কর প্রদানে অসম্মত হইলে তাহার কর নির্ধারণ সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে স্বাভাবিক আইনে (as per normal law) সম্পন্ন করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে Spot Assessment এর জন্য যাওয়ার পূর্বে উপ-কর কমিশনার সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তাবৃন্দকে এই বিষয়ে অবহিত করিবেন এবং তাহাদের মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে Spot Assessment কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। Spot Assessment এর এই বিধান দশ লক্ষ টাকার অধিক পুঁজি সম্পন্ন ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। উৎসে কর্তিত কর সমন্বয়ের ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

কোন করদাতা যদি ১৯৯৯-২০০০ কর বৎসরের পূর্ববর্তী কোন কর বৎসর হইতে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া থাকেন অথবা পেশা কার্যে নিয়োজিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি Spot Assessment এর আওতায় নির্ধারিত হারে পূর্ববর্তী বৎসর বা বৎসর সমূহের জন্যও কর প্রদান করিতে পারিবেন।

সংশোধনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে স্বনির্ধারণী সংক্রান্ত ধারা 83A প্রতিস্থাপন করা হইয়াছে। প্রতিস্থাপিত ধারার উপ-ধারা (1) অনুসারে এইরূপ পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্নই সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনার স্বয়ং গ্রহন করিবেন অথবা সংশ্লিষ্ট সার্কেলে কর্মরত কোন কর্মচারী উপ-কর কমিশনার কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া এইরূপ রিটার্ন গ্রহন করিবেন। এইরূপ রিটার্নই প্রাপ্তির প্রমাণ হিসাবে করদাতাকে প্রদত্ত রশিদটি আয়কর অধ্যাদেশের 82 ধারায় কর নির্ধারণী আদেশ হিসাবে গণ্য হইবে। এইক্ষেত্রে পৃথকভাবে কোন কর নির্ধারণী আদেশ জারীর প্রয়োজন হইবে না। এই পদ্ধতিতে প্রদেয় আয়কর চালানের মাধ্যমে অথবা একাউন্ট পেয়ি ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা দিতে হইবে।

অডিটের বিদ্যমান বিধান বাতিলপূর্বক উপ-ধারা (2) এর মাধ্যমে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইহার অধঃস্তন কোন কর্তৃপক্ষ স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্নের বিশ শতাংশ অডিটের জন্য নির্বাচন করিবেন। এইরূপ বিশ শতাংশ রিটার্ন কম্পিউটারে random sampling এর মাধ্যমে নির্বাচন করা হইবে। ১লা জুলাই, ১৯৯৯ হইতে রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক উপ-কর কমিশনার প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসে স্বনির্ধারণী রিটার্নের তথ্যাদি নির্ধারিত ছকে সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর দ্বিতীয় সচিব (কম্পিউটার) এর বরাবরে প্রেরণ করিবেন। নির্বাচিত রিটার্ন সমূহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনার নিবিড় অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে আয়কর অধ্যাদেশের 83 বা 84 ধারায় পুনরায় কর মামলা সম্পন্ন করিবেন।

কোন করদাতা যদি সর্বশেষ নিরূপিত আয় অপেক্ষা ১৫% (পনের শতাংশ) বেশী আয় দেখাইয়া স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করেন তাহা হইলে উক্ত স্বনির্ধারণী রিটার্ন অডিটের জন্য নির্বাচন করা হইলেও তাহা অডিট হইতে অব্যাহতি পাইবে।

ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে স্বনির্ধারণী রিটার্ন সংক্রান্ত নির্ধারিত ছক

সার্কেলের নাম ....., মাসের নাম .....

| ক্রমিক<br>নং | টি,আই,এন | করদাতার নাম | প্রদর্শিত আয়ের<br>পরিমাণ | পরিশোধিত করের<br>পরিমাণ |
|--------------|----------|-------------|---------------------------|-------------------------|
|              |          |             |                           |                         |

ইহাছাড়া স্বনির্ধারণী সংক্রান্ত আয়কর বিধি 38 সংশোধনপূর্বক এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের সমান আয় প্রদর্শনের শর্তটি কেবলমাত্র একই উৎসের আয়ের ক্ষেত্রে সীমিত থাকিবে। ইতোপূর্বে বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী নূতন কোন আয়ের উৎস সংযোজিত হইলেও সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের সমান আয় প্রদর্শন



করিলেই স্বনির্ধারণী রিটার্ন গ্রহণযোগ্য হইত যাহা এই বৎসর হইতে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৫। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী কর্তৃক স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্নের অডিট পদ্ধতি সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 83AA এর উপধারা (3) প্রতিস্থাপনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর স্বনির্ধারণী রিটার্ন প্রতি ৩ বছরে একবার অডিট করার বিধান রহিয়াছে। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে ধারা 83AA এর উপ-ধারা (3) প্রতিস্থাপনপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইহার অধঃস্তন কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বনির্ধারণী পদ্ধতির আওতায় প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী কর্তৃক দাখিলকৃত রিটার্নসমূহের বিশ শতাংশ রিটার্ন কম্পিউটারে random sampling এর মাধ্যমে নির্বাচন করা হইবে। ১লা জুলাই, ১৯৯৯ হইতে রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক উপ-কর কমিশনার প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসে স্বনির্ধারণী রিটার্নের তথ্যাদি নির্ধারিত ছকে সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর দ্বিতীয় সচিব (কম্পিউটার) এর বরাবরে প্রেরণ করিবেন। কম্পিউটারের মাধ্যমে নির্বাচিত রিটার্ন সমূহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনার নিবিড় অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে আয়কর অধ্যাদেশের 83 বা 84 ধারায় পুনরায় কর মামলা সম্পন্ন করিবেন।

কোন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী কর্তৃক দাখিলকৃত রিটার্নে যদি সর্বশেষ নিরূপিত আয় অপেক্ষা ২০% (বিশ শতাংশ) বেশী আয় প্রদর্শিত হয় তাহা হইলে উক্ত স্বনির্ধারণী রিটার্ন অডিটের জন্য নির্বাচন করা হইলেও সেই রিটার্ন অডিট হইতে অব্যাহতি পাইবে।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে স্বনির্ধারণী রিটার্ন সংক্রান্ত নির্ধারিত ছক

সার্কেলের নাম ....., মাসের নাম .....

| ক্রমিক<br>নং | টি,আই,এন | করদাতার নাম | প্রদর্শিত আয়ের<br>পরিমাণ | পরিশোধিত করের<br>পরিমাণ |
|--------------|----------|-------------|---------------------------|-------------------------|
|              |          |             |                           |                         |

৬। গৃহ সম্পত্তিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান - আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে ধারা 19B সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে নতুন ধারা 19B সংযোজনপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে কোন করদাতা যদি বাড়ী নির্মাণে বা এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ে বিনিয়োগ করেন এবং সংশ্লিষ্ট বাড়ী বা এ্যাপার্টমেন্টের পরিমাপের উপর ভিত্তি করিয়া একটি নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান করেন তাহা হইলে কর বিভাগ কর্তৃক বিনিয়োগের উৎস সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা হইবে না। নব প্রবর্তিত এ বিধানের

আওতায় ১৪০ বর্গমিটার পর্যন্ত আয়তনের বাড়ী বা এ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটার একশত টাকা, ২৩০ বর্গমিটার পর্যন্ত আয়তনের ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা এবং ২৩০ বর্গমিটারের বেশী (১ বর্গমিটার = ১০.৭৬ বর্গফুট) আয়তনের ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে ২০০/- (দুইশত) টাকা হারে কর প্রদান করিতে হইবে। তবে এই ব্যবস্থাটি হইবে ঐচ্ছিক। অর্থাৎ কেহ যদি বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম ও ইচ্ছুক হন তাহা হইলে তিনি প্রচলিত নিয়মে বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন। তবে এই ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে কর প্রদান অথবা বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদান -এই দুইটির একটি করদাতাকে বাছিয়া নিয়া লিখিতভাবে উপ কর কমিশনারকে জানাইতে হইবে। উল্লেখ্য যে বহুতল বিশিষ্ট বাড়ীর পরিমাপ হিসাব করার সময় প্রতিটি তলার হিসাব পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনাপূর্বক মোট পরিমাপ বাহির করিতে হইবে। অর্থাৎ কোন বাড়ীর Plinth area যদি ১৪০ বর্গমিটার হয় এবং বাড়ীটি যদি চারতলা বিশিষ্ট হয় তাহা হইলে উক্ত বাড়ীর পরিমাপ হইবে  $১৪০ \times ৪ = ৫৬০$  বর্গমিটার এবং এইক্ষেত্রে বিনিয়োগের উপর প্রদেয় করের পরিমান হইবে  $৫৬০ \times ১০০/-$  টাকা =  $৫৬,০০০/-$  টাকা। উল্লেখ্য, বাড়ীর আয়তন বুঝাইতে Plinth area ধরা হইবে, Covered area নহে। কোন করদাতা ইচ্ছা করিলে ১৯৯৯-২০০০ কর বৎসরের পূর্ববর্তী কোন কর বৎসরের বিনিয়োগের জন্যও এই বিধানের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন।

৭। সেকেন্ডারী মার্কেট হইতে ক্রয়কৃত শেয়ারের বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের সুবিধা প্রদানঃ

বিদ্যমান বিধান অনুসারে ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর নূতন শেয়ারে (primary share) বিনিয়োগ করা হইলে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 44(2) অনুসারে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের সুবিধা (investment tax credit) হয়। সেকেন্ডারী মার্কেট হইতে ক্রয়কৃত এইরূপ শেয়ারের ক্ষেত্রে এইরূপ সুবিধা প্রযোজ্য ছিল না। পুঁজি বাজারকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হইয়াছে যে ১৯৯৯-২০০০ আয় বৎসর বা তৎপূর্ববর্তী আয় বৎসরে সেকেন্ডারী মার্কেট হইতে ক্রয়কৃত ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ারের ক্ষেত্রে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান করা হইবে। তবে এইরূপ শেয়ার আইনানুগভাবে সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের মধ্যে ক্রেতার নামে হস্তান্তরিত হইতে হইবে এবং হস্তান্তরের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে তাহা পুনঃ হস্তান্তর করা যাইবে না। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করতঃ বর্ণিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হইবে। উল্লেখ্য, আয়কর অধ্যাদেশের 44(2) ধারায় বর্তমানে আয়ের সর্বোচ্চ ২০% (বিশ শতাংশ) অথবা টাঃ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) যাহা কম হয় সেই পরিমান বিনিয়োগের সুযোগ রহিয়াছে।

৮। উৎসে কর্তৃত্ব করার ক্ষেত্রে double cheque এর মাধ্যমে অর্থ পরিশোধের বিধান প্রবর্তন - আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি 14 প্রতিস্থাপনঃ

উৎসে কর্তৃত্ব করার ক্রেডিটজনিত সমস্যা নিরসনকল্পে এস,আর,ও নং ১৭৬-আইন/৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর বিধি 14 প্রতিস্থাপনপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা



হইয়াছে এখন হইতে কতিপয় ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তিত করের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারের অনুকূলে একটি চেক ইস্যু করিয়া সংশ্লিষ্ট করদাতাকে প্রদান করিবেন। পরবর্তীতে করদাতা ঐ চেক বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সোনালী ব্যাংকের ট্রেজারী শাখায় চালানের মাধ্যমে জমা দিবেন। সংশ্লিষ্ট করদাতা চালানের counterfoil কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিয়া তাহার নিজ প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ করিবেন। উল্লেখ্য যে নব প্রবর্তিত এই বিধান কেবল নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে উৎসে কর কর্তনের সময় প্রযোজ্য হইবে :

- ক) আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 52 এর আওতায় ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদের ক্ষেত্রে, ধারা 52A এর আওতায় পেশাগত বা প্রযুক্তিগত সেবা প্রদান বাবদ প্রদেয় অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে, ধারা 52G এর আওতায় চিকিৎসকদের ফিস প্রদানের ক্ষেত্রে, ধারা 53A এর আওতায় বাড়ীভাড়ার ক্ষেত্রে, ধারা 53E এর আওতায় কমিশন বা ফিসের ক্ষেত্রে এবং ধারা 53G এর আওতায় ইনসুরেন্স কমিশনের ক্ষেত্রে।
- খ) ধারা 52 এর আওতায় ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদের ক্ষেত্রে, ধারা 53A এর আওতায় বাড়ীভাড়ার ক্ষেত্রে, ধারা 53E এর আওতায় কমিশন বা ফিসের ক্ষেত্রে এবং ধারা 53G এর আওতায় ইনসুরেন্স কমিশনের ক্ষেত্রে ঢাকা জেলার জন্য Deputy Commissioner of Taxes, (Head Quarter:Admn), Taxes Zone-2, এর বরাবরে, চট্টগ্রাম জেলার জন্য Deputy Commissioner of Taxes, (Head Quarter:Admn), Taxes Zone-2, Chittagong, খুলনা জেলার জন্য Deputy Commissioner of Taxes, (Head Quarter:Admn), Khulna Zone, Khulna এবং রাজশাহী জেলার জন্য Deputy Commissioner of Taxes, (Head Quarter:Admn), Rajshahi Zone, Rajshahi এর অনুকূলে আয়করের বিপরীতে চেক ইস্যু করিতে হইবে। অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার Deputy Commissioner of Taxes এর বরাবরে এবং একটি জেলায় একাধিক উপ-কর কমিশনার থাকিলে ঐ জেলার Deputy Commissioner of Taxes, Circle-1 এর বরাবরে এবং কোন জেলায় Deputy Commissioner of Taxes এর কার্যালয় না থাকিলে ঐ জেলার অধিক্ষেত্র যে Deputy Commissioner of Taxes এর আওতাধীন, উক্ত Deputy Commissioner of Taxes এর বরাবরে চেক ইস্যু করিতে হইবে।
- গ) ধারা 52A এর আওতায় পেশাগত বা প্রযুক্তিগত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এবং ধারা 52G এর আওতায় চিকিৎসকদের ফিস প্রদানের ক্ষেত্রে ঢাকা জেলার জন্য ধারা 52A এর আওতায় পেশাগত ও প্রযুক্তিগত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে Deputy Commissioner of Taxes, (Head Quarter:Admn), Taxes Zone-8, Dhaka, চট্টগ্রাম জেলার জন্য Deputy Commissioner of Taxes, (Head Quarter: Admn), Taxes Zone-2, Chittagong,

ধারা 52G এর আওতায় চিকিৎসকদের ফিস প্রদানের ক্ষেত্রে Deputy Commissioner of Taxes, (Head Quarter:Admn), Taxes Zone-1, Chittagong, এবং অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত Deputy Commissioner of Taxes দের বরাবরে চেক ইস্যু করিতে হইবে। এখন হইতে সরকারী কর্তৃপক্ষকেও উৎসে কর্তিত কর book adjustment এর পরিবর্তে উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় জমা প্রদান করিতে হইবে।

৯। সেভিংস ইনস্ট্রুমেন্ট সুদের উপর ১০ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তন - আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নূতন ধারা 52D সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে নূতন ধারা 52D সংযোজনপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে সেভিংস ইনস্ট্রুমেন্ট এর সুদ প্রদানকালে সুদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১০% (দশ শতাংশ) হারে উৎসে কর কর্তন করিতে হইবে। তবে কোন আয় বৎসরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন প্রাপককে প্রদেয় সুদের পরিমাণ ২৫,০০০/- টাকার বেশী না হইলে কর কর্তনের বিধান প্রযোজ্য হইবে না। সুদের অংক ২৫,০০০/- টাকার বেশী হইলে সম্পূর্ণ অংকের উপরই কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে। ১১ই জুন, ১৯৯৯ ইং তারিখ বা তৎপরবর্তী সময়ে ক্রয়কৃত সেভিংস ইনস্ট্রুমেন্ট এর ক্ষেত্রেই নূতন প্রবর্তিত এই বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১০। বোনাস অথবা বোনাস শেয়ারের উপর উৎসে কর সংগ্রহ- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নূতন ধারা 52E সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে নূতন ধারা 52E সংযোজনপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে কোন কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বোনাস অথবা বোনাস শেয়ার ইস্যু করার সময় বোনাস শেয়ারের face value অথবা বোনাসের অংকের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে উৎসে কর সংগ্রহ করিতে হইবে। শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বিতরণের জন্য নির্ধারিত বোনাস বা বোনাস শেয়ারের মোট অংকের উপর কোম্পানী প্রথমে ১০% (দশ শতাংশ) হারে উৎসে কর কর্তন করিয়া অবশিষ্ট অর্থ প্রচলিত নিয়মে নগদ অথবা বোনাস শেয়ারের মাধ্যমে শেয়ার হোল্ডারদেরকে প্রদান করিবেন। এতদ্বিষয়ে কোম্পানীকে সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনারের নিকট লিখিতভাবে প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে, ১লা জুলাই, ১৯৯৯ইং তারিখ বা তৎপরবর্তী সময়ে ইস্যুকৃত বোনাস অথবা বোনাস শেয়ারের ক্ষেত্রে নব প্রবর্তিত এই বিধান প্রযোজ্য হইবে। বোনাস শেয়ার বা বোনাস ইস্যুকারী কোম্পানীর প্রধান কর্মকর্তা (Principal Officer) এইরূপ উৎসে কর সংগ্রহ এবং যথানিয়মে সরকারী খাতে জমা প্রদান করিবেন।

১১। ইট প্রস্তুতকারীদের নিকট হইতে উৎসে কর সংগ্রহ- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নূতন ধারা 52F সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে নূতন ধারা 52F সংযোজনপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে ইটের ভাটা স্থাপনের জন্য অনুমতি প্রদানের সময় অনুমতি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ইট প্রস্তুতকারীর নিকট হইতে প্রতিটি ইটের ভাটার



জন্ম ৫,০০০/- টাকা হারে উৎসে কর সংগ্রহ করিবেন। ১লা জুলাই, ১৯৯৯ইং তারিখ বা তৎপরবর্তী ইটের ভাটা স্থাপনের জন্য অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে নূতন প্রবর্তিত এই বিধান প্রযোজ্য হইবে। লাইসেন্সটি যে আয়কর সার্কেলের অধীনে বসবাস করেন সেই সার্কেলের উপকর কমিশনারের অনুকূলে চালানোর মাধ্যমে এই কর জমা প্রদান করতঃ সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার কর্তৃক সত্যায়িত ফটোকপি লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট লাইসেন্স ইস্যুর পূর্বে আবিশ্যিক ভাবে জমা দিতে হইবে।

১২। চিকিৎসকদের উৎসে কর কর্তনের আওতায় আনয়ন - আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪  
তে নূতন ধারা 52G সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে নূতন ধারা 52G সংযোজনপূর্বক এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে কোম্পানী আইন, ১৯১৩ অথবা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানীর মালিকানাধীন অথবা এন,জি,ও ব্যুরো কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত এন,জি,ও এর মালিকানাধীন বা ট্রাক আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত কোন ট্রাকের মালিকানাধীন কোন ক্লিনিক, হাসপাতাল বা ডায়াগনেস্টিক সেন্টারে যে সকল ডাক্তার ভিজিট করেন অর্থাৎ রোগীর চিকিৎসা করেন বা অপারেশন করেন অথবা রোগ নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ করেন (Diagnostic), সে সকল ডাক্তারদেরকে রোগী কর্তৃক প্রদেয় ফি আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট ক্লিনিক, হাসপাতাল বা ডায়াগনেস্টিক সেন্টারে হিসাবে জমা করিতে হইবে। ক্লিনিক, হাসপাতাল বা ডায়াগনেস্টিক সেন্টারের প্রধান কর্মকর্তা (Principal Officer) একাউন্ট পেয়ি চেকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে তাহার প্রাপ্য ফি প্রদান করিবেন এবং উক্ত ফি প্রদানের পূর্বেই দশ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তন করিয়া অনুচ্ছেদ ৮ Deputy Commissioner of Taxes এর বরাবরে চেক ইস্যু করিয়া নির্ধারিত খাতে সরকারী কোষাগারে উৎসে কর্তিত কর জমা করিতে হইবে।

১৩। রিয়েল এস্টেট ব্যবসাকে উৎসে কর সংগ্রহের আওতায় আনয়ন - আয়কর  
অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নূতন ধারা 52H সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে নূতন ধারা 52H সংযোজনপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে আবাসিক অথবা বানিজ্যিক উভয় প্রকার ভবন নির্মাণের সহিত সংশ্লিষ্ট রিয়াল এস্টেট ব্যবসায়ী কর্তৃক নির্মান সংক্রান্ত প্ল্যান অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হইলে সংশ্লিষ্ট অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ দাখিলকৃত প্ল্যান অনুমোদনের সময় নিম্নবর্ণিত হারে উৎসে কর সংগ্রহ করিবেঃ

ক) প্রস্তাবিত ভবন যদি ঢাকা অথবা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে অবস্থিত হয় তাহা হইলে উৎসে কর সংগ্রহের পরিমাণ হইবে প্রাক্কলিত নির্মান খরচের ৩ শতাংশ অথবা প্রস্তাবিত ইমারতের মোট আয়তনের জন্য প্রতি বর্গমিটারের জন্য দেড়শত টাকা - এই দুইয়ের মধ্যে যেটি বেশী তাহাঃ

খ) প্রস্তাবিত ভবন যদি অন্য কোন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অথবা কোন বিভাগীয় বা জেলা সদরের পৌরসভাভুক্ত এলাকায় অবস্থিত হয় তাহা হইলে উৎসে কর সংগ্রহের পরিমাণ হইবে প্রাক্কলিত নির্মান খরচের ১ শতাংশ অথবা

প্রস্তাবিত ইমারতের মোট আয়তনের জন্য প্রতি বর্গমিটারে ত্রিশ টাকা -এই দুইয়ের মধ্যে যেটি বেশী তাহা।

মোট আয়তন নিরূপনের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ভবনের নকশায় উল্লিখিত আয়তন (সব কয়টি তলার আয়তনের সমষ্টি) বিবেচনায় আনিতে হইবে। নূতন প্রবর্তিত এই বিধানের আওতায় উৎসে সংগ্রহকৃত কর সংশ্লিষ্ট ইমারতের নির্মাণ কাজ যেই আয় বৎসরে শেষ হইবে সেই আয় বৎসরের সংশ্লিষ্ট কর বৎসরের জন্য পরিশোধকৃত কর বলিয়া বিবেচনা করা হইবে এবং এইরূপ পরিশোধকৃত করকে চূড়ান্ত করদায় পরিশোধ হিসাবে গণ্য করা হইবে। তবে রিয়েল এস্টেট কোম্পানীসমূহের বর্তমানে নির্মাণাধীন প্রকল্প সমূহের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মে কর নির্ধারণ করিতে হইবে। এই বিধান ১লা জুলাই, ১৯৯৯ এবং তৎপরবর্তী সময়ে দাখিলকৃত নকশার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

এই আইনের বিধান অনুসারে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী বলিতে কোম্পানী আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত কোন পাবলিক বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী, অংশীদারী ফার্ম, ব্যক্তি সংঘ (Association of persons), ব্যক্তি অথবা সমবায় সমিতি (Co-operative Society) কে বুঝাইবে। এই আইনের অধীনে উৎসে সংগ্রহযোগ্য কর চালানোর মাধ্যমে অথবা একাউন্ট পেয়ি ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে সংগ্রহ করিতে হইবে। কর চালানোর মাধ্যমে জমার ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী কোম্পানী হইলে "আয়কর-কোম্পানীসমূহ-১/১১৪১/০০০০/০১০১" খাতে এবং কোম্পানী ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে "আয়কর-কোম্পানী ব্যতীত-১/১১৪১/০০০০/০১১১" খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকে আয়কর জমা করিতে হইবে। চালানোর উপরে "রিয়েল এস্টেট ব্যবসার জন্য আয়কর" শব্দগুলি লিখিতে হইবে। ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের জন্য Deputy Commissioner of Taxes, (Head Quarter:Admn), Intelligence & Investigation Zone, Dhaka, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জন্য Deputy Commissioner of Taxes, (Head Quarter:Admn), Taxes Zone-3, Chittagong, রাজশাহী ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের জন্য যথাক্রমে Deputy Commissioner of Taxes, (Head Quarter:Admn), Rajshahi Zone, Rajshahi ও Deputy Commissioner of Taxes, (Head Quarter:Admn), Khulna Zone, Khulna এর বরাবরে ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার ইস্যু করিতে হইবে। অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার Deputy Commissioner of Taxes এর বরাবরে এবং কোন জেলায় একাধিক উপ-কর কমিশনার থাকিলে উক্ত জেলার Deputy Commissioner of Taxes, Circle-2, এর বরাবরে ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার ইস্যু করিতে হইবে। চালানোর মাধ্যমে কর জমাদানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত Deputy Commissioner of Taxes এর বরাবরেই কর পরিশোধ করিতে হইবে।



১৪। এল,সি খোলা বাবদ অর্জিত কমিশন হইতে উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রবর্তন -  
আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নূতন ধারা 52I সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে নূতন ধারা 52I সংযোজনপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে এল,সি খোলা বাবদ সমবায় ব্যাংকসহ তফসিলি ব্যাংকসমূহ যে কমিশন অর্জন করে সেই কমিশন সংগ্রহকালে কমিশনের অংকের উপর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক পাঁচ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তন করিতে হইবে।

সমবায় ব্যাংকসহ তফসিলি ব্যাংকের শাখাসমূহ কর্তৃক এল,সি কমিশনের উপর উৎসে কর্তিত করের মোট অংক মাসিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে রিপোর্ট করিবে। প্রধান কার্যালয় পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে উৎসে কর্তিত করের সমুদয় অংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকটি যে উপ-কর কমিশনারের অধিক্ষেত্রাধীন, তাহার অনুকূলে চালানোর মাধ্যমে "আয়কর-কোম্পানীসমূহ-১/১১৪১/ ০০০০/০১০১" খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকে কমা করিবে এবং ২০ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছকে একটি বিবরণী উক্ত উপ-কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবে।

#### নির্ধারিত ছক

| এল,সি কমিশন বাবদ মোট প্রাপ্তি | উৎসে কর্তিত করের মোট পরিমাণ | জমাকৃত করের পরিমাণ | চালান নং ও তারিখ |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| ১                             | ২                           | ৩                  | ৪                |

১৫। পেশাগত বা প্রযুক্তিগত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ১০ শতাংশ হইতে ৫ শতাংশে হ্রাস এবং অব্যাহতি সনদপত্র প্রদানের বিধান প্রবর্তন- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 52A সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে পেশাগত বা প্রযুক্তিগত সেবা প্রদানের জন্য প্রদেয় বিল হইতে দশ শতাংশ হারে উৎসে কর সংগ্রহের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে ধারা 52A সংশোধনপূর্বক এইরূপ উৎসে কর কর্তনের হার দশ শতাংশ হইতে পাঁচ শতাংশে হ্রাস করা হইয়াছে। ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে প্রদেয় বিলের পরিমাণ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকার অধিক না হইলে কর কর্তনের বিধান প্রযোজ্য হইত না। ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকার এইরূপ অব্যাহতি সীমাও বাতিল করা হইয়াছে। অর্থাৎ এখন হইতে পেশাগত বা প্রযুক্তিগত সেবা প্রদানের জন্য প্রদেয় বিলের সমুদয় অংকের উপরই কর কর্তনের বিধান প্রযোজ্য হইবে।

ধারা 52A এর বিদ্যমান প্রোভাইসোটি প্রতিস্থাপনপূর্বক এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে যদি পেশাগত বা প্রযুক্তিগত সেবা প্রদানকারীর সংশ্লিষ্ট বৎসরে কোন করযোগ্য আয় না থাকে অথবা আয়কর অধ্যাদেশের আওতায় তাহার আয় করমুক্ত থাকে তাহা হইলে সেবা প্রদানকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাহার ক্ষেত্রে উৎসে কর সংগ্রহ না করিবার নিমিত্তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হইতে অব্যাহতি সনদপত্র প্রদান করা হইবে। তবে ২৮শে আগষ্ট, ১৯৯৫ই তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১৫০-আইন/৯৫ তে বর্ণিত ফার্ম এর ক্ষেত্রে এইরূপ অব্যাহতি সনদপত্র প্রদানের বিধান প্রযোজ্য হইবে না। কারণ এইরূপ ফার্মের

ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত কর উক্ত ফার্মের অংশীদারদের মুনাফা বন্টনের আনুপাতিক হারে অগ্রিম প্রদত্তকর হিসাবে বিবেচিত হওয়ার বিধান রহিয়াছে। উল্লেখ্য যে বিবেচ্য বৎসরে চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে উৎসে কর সংগ্রহের বিধান 52G প্রবর্তন করা হইয়াছে বিধায় তাহাদের ক্ষেত্রে ধারা 52A এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

১৬। গৃহ সম্পত্তির মালিক কর্তৃক Furniture ও Fittings বাবদ সম্পাদিত পৃথক চুক্তিপত্রে প্রদর্শিত অংককে 'House Rent' হিসাবে গণ্য করতঃ উৎসে কর কর্তনের আওতায় আনয়ন - আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 53A এর উপধারা (1) এর শেষে নূতন 'explanation' সংযোজনঃ

আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 53A এর আওতায় বাড়ীভাড়া হইতে উৎসে কর কর্তন করা হইয়া থাকে। এই ধারার আওতায় বাড়ীভাড়া বলিতে কি বুঝাইবে তাহার বিস্তারিত কোন ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে ছিল না। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 53A এর উপধারা (1) এর শেষে একটি 'explanation' সংযোজনপূর্বক বাড়ীভাড়া বলিতে কি বুঝাইবে তাহা বিধৃত করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে গৃহ সম্পত্তির মালিক কর্তৃক মূল বাড়ী ছাড়াও ফার্নিচার, ফিকচার, ফিটিংস ও ইমারত সংলগ্ন জমি ইত্যাদি ব্যবহার বাবদ ভাড়ার জন্য সম্পাদিত চুক্তিপত্রে প্রদর্শিত অংককে "বাড়ীভাড়া" হিসাবে গণ্য করার বিধান করা হইয়াছে। ১লা জুলাই, ১৯৯৯ইং হইতে বাড়ীভাড়ার ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের সময় বাড়ী ছাড়াও ফার্নিচার, ফিকচার, ফিটিংস ও ইমারত সংলগ্ন জমি ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভাড়ার জন্য যদি পৃথক কোন চুক্তিপত্র থাকে তাহা হইলে উক্ত চুক্তিপত্রে প্রদর্শিত অংককে বাড়ীভাড়া হিসাবে গণ্য করিয়া একই হারে উৎসে কর কর্তন করিতে হইবে।

১৭। তেল ও গ্যাস উত্তোলনে নিয়োজিত ঠিকাদার কোম্পানীর ক্ষেত্রে উৎসে কর্তনকৃত করকে চূড়ান্ত কর দায় পরিশোধ হিসাবে গণ্য না করার বিধান প্রবর্তন - আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 82C সংশোধনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 82C এর শেষে প্রতিস্থাপিত প্রোভাইসোর clause (i) এর মাধ্যমে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে আয়কর বিধি 39 তে বর্ণিত তেল ও গ্যাস উত্তোলনে নিয়োজিত ঠিকাদার কোম্পানীর ক্ষেত্রে উৎসে কর্তনকৃত করকে চূড়ান্ত কর দায় পরিশোধ হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

১৮। লভ্যাংশ এর ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের অব্যাহতি সীমা ৩০,০০০/- টাকায় বর্ধিতকরনসহ এইরূপ কর্তিত করকে সংশ্লিষ্ট করদাতার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কর দায় পরিশোধ হিসাবে গণ্য না করার বিধান প্রবর্তন - আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 54 এর উপধারা (2) এর প্রোভাইসো সংশোধন এবং ধারা 82C সংশোধনঃ  
ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে লভ্যাংশের উপর উৎসে কর কর্তনের ক্ষেত্রে অব্যাহতি সীমা ছিল ১০,০০০/- টাকা এবং এইরূপ উৎসে কর্তনকৃত করকে চূড়ান্ত কর দায় পরিশোধ হিসাবে গণ্য করার বিধানও ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 54 এর উপধারা (2) এর প্রোভাইসো সংশোধনপূর্বক লভ্যাংশের উপর উৎসে কর কর্তনের অব্যাহতি সীমা ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত বর্ধিত করা হইয়াছে এবং ধারা



82C সংশোধনপূর্বক এইরূপ কর্তিত করকে সংশ্লিষ্ট করদাতার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কর দায় পরিশোধ হিসাবে গণ্য না করার বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে। তবে ১৯৯৮-১৯৯৯ আয় বৎসরে লভ্যাংশ হইতে কর্তনকৃত কর ১৯৯৯-২০০০ কর বৎসরে চূড়ান্ত কর দায় পরিশোধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৯। রপ্তানী পর্যায়ে উৎসে কর সংগ্রহের বিধান বিলোপকরন - আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি 17J বিলোপকরনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে পন্যের রপ্তানী মূল্যের উপর ০.২৫ শতাংশ হারে উৎসে কর সংগ্রহের বিধান ছিল। এস,আর,ও নং-১৭৬-আইন/৯৯ তারিখ ১/৭/৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর বিধি 17J বিলোপের পরিশ্রেফিকিতে রপ্তানী পর্যায়ে উৎসে কর সংগ্রহের বিধান বিলোপ করা হইয়াছে। এখন হইতে রপ্তানী পর্যায়ে উৎসে কোন কর সংগ্রহ করা হইবে না।

২০। তুলা ও সার আমদানীর ক্ষেত্রে উৎসে কর সংগ্রহের বিধান প্রত্যাহার - আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি 17A সংশোধনঃ

বিদ্যমান আইনে পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে পন্যের আমদানী মূল্যের উপর তিন শতাংশ হারে উৎসে কর সংগ্রহের বিধান রহিয়াছে। এস,আর,ও নং-১৭৬-আইন/৯৯ তারিখ ১/৭/৯৯ এর মাধ্যমে বিধি-17A সংশোধনপূর্বক তুলা ও সার আমদানীর ক্ষেত্রে উৎসে কর সংগ্রহের বিধান প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

২১। সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উৎসে কর সংগ্রহের হার ৭.৫ শতাংশ হইতে ১০ শতাংশে বর্ধিতকরন- আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি 17I সংশোধনঃ

আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 54H এবং আয়কর বিধি 17I এর আওতায় সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উৎসে কর সংগ্রহের বিধান রহিয়াছে। ইতোপূর্বে উৎসে কর সংগ্রহের হার ছিল ৭.৫ শতাংশ। এস,আর,ও নং-১৭৬-আইন/৯৯ তারিখ ১/৭/৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর বিধি 17I সংশোধনপূর্বক এই হার ৭.৫ শতাংশ হইতে বর্ধিত করিয়া ১০ শতাংশ করা হইয়াছে।

২২। এস,আর,ও নং ১৭৮-আইন/৯৯, তারিখ ১/৭/৯৯ এর মাধ্যমে মোটর কার, জীপ বা মাইক্রোবাসের ক্ষেত্রে আয়কর প্রদানের বিধান প্রবর্তনঃ

এস,আর,ও নং ১৭৮-আইন/৯৯, তারিখ ১/৭/৯৯ এর মাধ্যমে এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে কাহারো মালিকানায় যদি মোটর কার, জীপ বা মাইক্রোবাস থাকে তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট যানবাহনের ফিটনেস নবায়নের সময় মালিকানা জনিত অনুমিত আয়ের উপর নির্ধারিত হারে আয়কর প্রদান করিতে হইবে। নব প্রবর্তিত এই বিধান অনুযায়ী প্রদেয় করের হার নিম্নরূপঃ-

|     |   | প্রদেয় আয়কর |
|-----|---|---------------|
| (ক) | ১০৪৯ সিসি পর্যন্ত প্রতিটি গাড়ীর জন্য       | টাকা ২,০০০.০০ |
| (খ) | ১৬৪৯ সিসি পর্যন্ত প্রতিটি গাড়ীর জন্য       | টাকা ৩,০০০.০০ |
| (গ) | ১৬৫০ সিসি বা তদুর্ধ্বের প্রতিটি গাড়ীর জন্য | টাকা ৪,০০০.০০ |
| (ঘ) | ২৫৪৯ সিসি এর নিচে প্রতিটি জীপের জন্য        | টাকা ৪,০০০.০০ |
| (ঙ) | ২৫৫০ সিসি বা তদুর্ধ্বের প্রতিটি জীপের জন্য  | টাকা ৬,০০০.০০ |
| (চ) | প্রতিটি মাইক্রোবাসের জন্য                   | টাকা ৪,০০০.০০ |

এছাড়া ২০৫০ সিসি বা তদুর্ধ্বের মোটর কার এবং ৩০৫০ সিসি বা তদুর্ধ্বের জীপের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মোটর কার বা জীপের ক্রয়মূল্যের পাঁচ শতাংশ অথবা ৫০,০০০ টাকা-- এই দুই এর মধ্যে যাহা বেশী তাহা উক্ত মোটর কার বা জীপ রেজিস্ট্রেশনের সময় বিনিয়োগের উপর আয়কর হিসাবে পরিশোধ করা হইলে সংশ্লিষ্ট মোটর কার বা জীপের বিনিয়োগ করমুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং কোন প্রশ্ন ব্যতিরেকে কর বিভাগ কর্তৃক এইরূপ বিনিয়োগ গ্রহন করা হইবে। বিনিয়োগের উপর আয়কর শুধুমাত্র ২০৫০ সিসি বা তদুর্ধ্বের মোটর কার এবং ৩০৫০ সিসি বা তদুর্ধ্বের জীপের রেজিস্ট্রেশনের সময়ই প্রদান করিতে হইবে এবং এই ব্যবস্থাটি হইবে ঐচ্ছিক। কিংবা (ক) হইতে (চ) ক্রমিকে বর্ণিত যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রতি বছর উক্ত যানবাহনের ফিটনেস নবায়নের সময় আবশ্যিকভাবে নির্ধারিত হারে আয়কর প্রদান করিতে হইবে।

মোটর কার, জীপ বা মাইক্রোবাসের মালিক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত শাখায় চালানের মাধ্যমে এইরূপ আয়কর জমা দিতে হইবে। চালানের উপরের অংশে বড় অক্ষরে "মোটরযান বাবদ আয়কর" শব্দগুলি অবশ্যই লিখিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট যানবাহনের মালিক যদি কোম্পানী হয় তাহা হইলে "১/১১৪১/০০০০/০১০১-আয়কর- কোম্পানীসমূহ" খাতে এবং কোম্পানী না হইলে অর্থাৎ ব্যক্তি বা অংশীদারী ফার্ম হইলে "১/১১৪১/০০০০/০১১১-আয়কর-কোম্পানী ব্যতীত" খাতে আয়কর প্রদান করিতে হইবে। তফশিলভুক্ত ব্যাংকের একাউন্ট পেয়ি ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমেও এইরূপ কর প্রদান করা যাইবে। তবে একাউন্ট পেয়ি ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার ঢাকা জেলার জন্য Deputy Commissioner of Taxes, (Head Quarter: Admn), Central Survey Zone, Dhaka, চট্টগ্রাম জেলার জন্য Deputy Commissioner of Taxes, Survey Circle-1, Chittagong, খুলনা জেলার জন্য Deputy Commissioner of Taxes, Survey Circle-1, Khulna, রাজশাহী জেলার জন্য Deputy Commissioner of Taxes, Survey Circle-1, Rajshahi এর অনুকূলে ইস্যু করিতে হইবে। অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার Deputy Commissioner of Taxes এর বরাবরে ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার ইস্যু করিতে হইবে। কোন জেলায় একাধিক উপ-কর কমিশনার থাকিলে Deputy Commissioner of Taxes, Circle-1, এর বরাবরে একাউন্ট পেয়ি ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার ইস্যু করিতে হইবে। চালানের মাধ্যমে কর জমাদানের ক্ষেত্রে



উল্লিখিত উপ-কর কমিশনারগণই তাহাদের হিসাবে আদায় (collection) দেখাইবেন এবং এইরূপ কর জমাদান সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিবীক্ষণ করিবেন।

আয়কর জমাদান সংক্রান্ত চালানের মূল কপি বি,আর,টি,এ এর নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে এবং চালানের একটি ফটোকপি কপিও বি,আর,টি,এ এর নিকট জমা রাখিতে হইবে। ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের ক্ষেত্রে মূল ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার বি,আর,টি,এ এর নিকট জমা করিতে হইবে এবং ইহার একটি ফটোকপি কপি করদাতা সংরক্ষণ করিবেন।

আয়কর জমাদানের বিষয় নিশ্চিন্ত হওয়ার পরই কেবল বি,আর,টি,এ এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট যানবাহনের ফিটনেস নবায়ন করিবে। অন্যথায় বি,আর,টি,এ উক্ত যানবাহনের ফিটনেস নবায়ন হইতে বিরত থাকিবে। উল্লেখ্য যে সরকারী, আধা সরকারী, সায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশী দূতাবাস ও মিশনের মালিকানাধীন মোটর কার, জীপ বা মাইক্রোবাসের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

নব প্রবর্তিত এ বিধানের অধীনে আয়কর প্রদানকারীর আয় তাহার আয়কর রিটার্ণে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে। তবে এইরূপ আয়ের জন্য অতিরিক্ত কর প্রদেয় হইবে না এবং এইরূপ আয়ের পরিমাণ প্রদত্ত আয়করের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মোট আয়ের বেশী হইবে না। প্রদত্ত আয়কর করদাতার মোট আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের সাথে সমন্বয় করা যাইবে।

২৩। ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় এইরূপ বাস, মিনিবাস, কোষ্টার, প্রাইমমুভার, ট্রাক, ট্যাংকলরী, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, ম্যান্ট্রি বা মাল বহনকারী অটোরিক্সার আয়ের উপর প্রদেয় অনুমিত আয়করের হার সংশোধন এবং এইরূপ যানবাহনের বিনিয়োগের উপর নির্ধারিত হারে আয়কর প্রদানের বিধান প্রবর্তনঃ

ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় এইরূপ বাস, মিনিবাস, কোষ্টার, প্রাইমমুভার, ট্রাক, ট্যাংকলরী ইত্যাদির আয়ের উপর নির্ধারিত হারে অনুমিত আয়কর প্রদানের বিধান রহিয়াছে। এস,আর,ও নং ২২১-আইন/৯৯, তাং ১২ই শ্রাবণ, ১৪০৬ বাং, ২৭শে জুলাই, ১৯৯৯ইং এর মাধ্যমে যানবাহনের নূতন শ্রেণীবিন্যাসকরণসহ ইতোপূর্বে বিদ্যমান এইরূপ অনুমিত আয়করের হার পুনঃ নির্ধারণ করা হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এতদ্বিষয়ে ইতোপূর্বে জারীকৃত এস,আর,ও নং ১৭৯-আইন/৯৯-তাং ১/৭/৯৯ বাতিল করা হইয়াছে। সংশোধিত অনুমিত আয়করের হার নিম্নরূপঃ

(ক) যদি কোন করদাতা বাস, মিনিবাস, কোষ্টার, প্রাইমমুভার, ট্রাক, ট্যাংকলরী, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, ম্যান্ট্রি বা মাল বহনকারী অটোরিক্সার মালিক হন তাহা হইলে তাহাকে নিম্ন বর্ণিত হারে অনুমিত আয়কর প্রদান করিতে হইবেঃ

|  | প্রদেয় আয়কর |
|--|---------------|
| (১) ৫২ সিটের অধিক আসন বিশিষ্ট প্রতিটি বাসের জন্য ..... | টাকা ৩,৫০০.০০ |
| (২) ৫২ বা উহার কম আসন বিশিষ্ট প্রতিটি বাসের জন্য ..... | টাকা ২,৮০০.০০ |
| (৩) তাপানুকূল বাস বা দোতারা বাস প্রতিটির জন্য .....    | টাকা ৩,০০০.০০ |

- (৪) তাপানুকূল বা তাপানুকূল ছাড়া যে কোন মিনিবাস বা কোষ্টার প্রতিটির জন্য ..... টাকা ১,৮০০.০০
- (৫) কন্টেইনার পরিবহনে ব্যবহৃত প্রাইমমুভার প্রতিটির জন্য ..... টাকা ৩,৫০০.০০
- (৬) পাঁচটনের অধিক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাক বা ট্যাংক-লরী প্রতিটির জন্য ..... টাকা ২,৮০০.০০
- (৭) দেড়টনের বেশী কিংবা পাঁচটনের বেশী নহে এইরূপ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাক বা ট্যাংক-লরী প্রতিটির জন্য ..... টাকা ১,৫০০.০০
- (৮) দেড়টন বা উহার কম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাক বা মালপরিবহনকারী অটোরিক্সা পিকআপ ভ্যান ও সকল ধরণের হিউম্যান হলার বা ম্যান্সি প্রতিটির জন্য ..... টাকা ৫০০.০০
- (খ) যদি কোন করদাতা, রেজিস্ট্রেশনের তারিখ হইতে দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে এইরূপ বাস, মিনিবাস, কোষ্টার, প্রাইমমুভার, ট্রাক, ট্যাংকলরী, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, ম্যান্সি বা মাল বহনকারী অটোরিক্সার মালিক হন তাহা হইলে তাহাকে নিম্নবর্ণিত হারে আয়কর প্রদান করিতে হইবে:

প্রদেয় আয়কর

- (১) ৫২ সিটের অধিক আসন বিশিষ্ট প্রতিটি বাসের জন্য ..... টাকা ২,০০০.০০
- (২) ৫২ বা উহার কম আসন বিশিষ্ট প্রতিটি বাসের জন্য ..... টাকা ১,৫০০.০০
- (৩) তাপানুকূল বাস বা দোতলা বাস প্রতিটির জন্য ..... টাকা ১,৮০০.০০
- (৪) তাপানুকূল বা তাপানুকূল ছাড়া যে কোন মিনিবাস বা কোষ্টার প্রতিটির জন্য ..... টাকা ১,০০০.০০
- (৫) কন্টেইনার পরিবহনে ব্যবহৃত প্রাইমমুভার প্রতিটির জন্য ..... টাকা ২,৫০০.০০
- (৬) পাঁচটনের অধিক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাক বা ট্যাংক-লরী প্রতিটির জন্য ..... টাকা ২,০০০.০০
- (৭) দেড়টনের বেশী কিংবা পাঁচটনের বেশী নহে এইরূপ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাক বা ট্যাংক-লরী প্রতিটির জন্য ..... টাকা ১,০০০.০০
- (৮) দেড়টন বা উহার কম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাক বা মালপরিবহনকারী অটোরিক্সা, পিকআপ ভ্যান ও সকল ধরনের হিউম্যান হলার বা ম্যান্সি প্রতিটির জন্য ..... টাকা ৩০০.০০

এছাড়া "ক" ক্রমিকে বর্ণিত যানবাহনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট যানবাহনের মালিককে উক্ত যানবাহনের উপর প্রদেয় অনুমিত আয়করের পরিমানের শতকরা একশত পঁচিশ ভাগ সংশ্লিষ্ট যানবাহনের রেজিস্ট্রেশনের সময় বিনিয়োগের উপর আয়কর হিসাবে পরিশোধ করিতে হইবে। উল্লিখিত হারে আয়কর পরিশোধ করার পরিশ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট যানবাহনের বিনিয়োগ করমুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং কোন প্রশ্ন ব্যতিরেকে কর বিভাগ কর্তৃক এইরূপ বিনিয়োগ গ্রহন করা হইবে। উল্লেখ্য যে বিনিয়োগের উপর আয়কর শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট যানবাহনের রেজিস্ট্রেশনের সময়ই প্রদান করিতে হইবে। কিংবা "ক" ও "খ" ক্রমিকে বর্ণিত যানবাহনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত



হারে অনুমিত আয়কর প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট যানবাহনের ফিটনেস নবায়নের তারিখ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই আবশ্যিকভাবে পরিশোধ করিতে হইবে।

ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় এইরূপ যানবাহনের মালিক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত শাখায় চালানের মাধ্যমে এইরূপ অনুমিত আয়কর জমা দিতে হইবে। চালানের উপরের অংশে বড় অক্ষরে "অনুমিত আয়কর" শব্দাবলী অবশ্যই লিখিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট যানবাহনের মালিক যদি কোম্পানী হয় তাহা হইলে "১/১১৪১/০০০০/০১০১-আয়কর-কোম্পানীসমূহ" খাতে এবং কোম্পানী না হইলে অর্থাৎ ব্যক্তি বা অংশীদারী ফার্ম হইলে "১/১১৪১/০০০০/০১১১-আয়কর-কোম্পানী ব্যতীত" খাতে আয়কর প্রদান করিতে হইবে। তফশিলভুক্ত ব্যাংকের একাউন্ট পেয়ি ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমেও এইরূপ কর প্রদান করা যাইবে। তবে একাউন্ট পেয়ি ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার ঢাকা জেলার জন্য Deputy Commissioner of Taxes, (Head Quarter:Admn), Central Survey Zone, Dhaka, চট্টগ্রাম জেলার জন্য Deputy Commissioner of Taxes, Survey Circle-1, Chittagong, খুলনা জেলার জন্য Deputy Commissioner of Taxes, Survey Circle-1, Khulna, রাজশাহী জেলার জন্য Deputy Commissioner of Taxes, Survey Circle-1, Rajshahi এর অনুকূলে ইস্যু করিতে হইবে। অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার Deputy Commissioner of Taxes এর বরাবরে ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার ইস্যু করিতে হইবে। কোন জেলায় একাধিক উপ-কর কমিশনার থাকিলে Deputy Commissioner of Taxes, Circle-1, এর বরাবরে ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার ইস্যু করিতে হইবে। চালানের মাধ্যমে কর জমাদানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত উপ-কর কমিশনারগণই তাহাদের হিসাবে আদায় (collection) দেখাইবেন এবং এইরূপ কর জমাদান সংক্রান্ত বিষয়াদি পরীক্ষা করিবেন।

আয়কর জমাদান সংক্রান্ত চালানের মূল কপি বি,আর,টি,এ এর নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে এবং চালানের একটি ফটোষ্ট্যাট কপিও বি,আর,টি,এ এর নিকট জমা রাখিতে হইবে। ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের ক্ষেত্রে মূল ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার বি,আর,টি,এ এর নিকট জমা করিতে হইবে এবং ইহার একটি ফটোষ্ট্যাট কপি করদাতা সংরক্ষণ করিবেন।

আয়কর জমাদানের বিষয় নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল বি,আর,টি,এ এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট যানবাহনের ফিটনেস নবায়ন অথবা রেজিস্ট্রেশন (যেটি প্রযোজ্য) প্রদান করিবেন। অন্যথায় বি,আর,টি,এ উক্ত যানবাহনের ফিটনেস নবায়ন অথবা রেজিস্ট্রেশন প্রদান হইতে বিরত থাকিবে।

এ বিধানের অধীনে আয়কর প্রদানকারীর আয় তাহার আয়কর রিটার্নে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে। তবে এইরূপ আয়ের জন্য অতিরিক্ত কর প্রদেয় হইবে না এবং এইরূপ আয়ের পরিমাণ প্রদত্ত আয়করের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মোট আয়ের বেশী হইবে না। প্রদত্ত আয়কর করদাতার মোট আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের সাথে সমন্বয় করা যাইবে।

এস,আর,ও নং -২২৩আইন/৯৯ এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যান এবং মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যানের আয়ের উপর অনুমিত আয়কর প্রদান এবং এই সকল নৌ-যানে বিনিয়োগের উপর নির্ধারিত হারে কর প্রদানের বিধান প্রবর্তনঃ

এস,আর,ও নং - ২২৩ আইন/৯৯ এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যান এবং মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত কার্গো, কোষ্টার এবং ডাম্পবার্জের আয়ের উপর অনুমিত আয়কর প্রদানের বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই বিধান ১লা জুলাই, ১৯৯৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে। নূতন প্রবর্তিত এই বিধান অনুযায়ী নৌ-যানের শ্রেণীবিন্যাস এবং অনুমিত আয়করের পরিমাণ হইবে নিম্নরূপঃ

(ক) কোন করদাতা যদি অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যানের মালিক হন, তাহা হইলে তাহাকে উক্ত নৌ-যানের সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়নের সময় সংশ্লিষ্ট নৌ-যানের দিবাকালীন যাত্রী পরিবহন ক্ষমতার ভিত্তিতে যাত্রী প্রতি ৩০/- টাকা হারে আয়কর প্রদান করিতে হইবে;

(খ) কোন করদাতা যদি অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যান যথা কার্গো এবং কোষ্টারের মালিক হন, তাহা হইলে তাহাকে উক্ত নৌ-যানের সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়নের সময় সংশ্লিষ্ট নৌ-যানের মালামাল পরিবহন ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রতি গ্রস টনেজের জন্য ৫০/- টাকা হারে আয়কর প্রদান করিতে হইবে;

(গ) কোন করদাতা যদি অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত ডাম্পবার্জের মালিক হন, তাহা হইলে তাহাকে উক্ত নৌ-যানের সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়নের সময় সংশ্লিষ্ট ডাম্পবার্জের মালামাল পরিবহন ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রতি গ্রস টনেজের জন্য ৪০.০০ টাকা হারে আয়কর প্রদান করিতে হইবে।

এছাড়া ক, খ এবং গ ক্রমিকে বর্ণিত নৌ-যানসমূহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নৌ-যানের মালিককে উক্ত নৌ-যানের উপর প্রদেয় অনুমিত আয়করের পরিমানের শতকরা একশত পঁচিশ ভাগ সংশ্লিষ্ট নৌ-যানের রেজিস্ট্রেশনের সময় বিনিয়োগের উপর আয়কর হিসাবে পরিশোধ করিতে হইবে। উল্লিখিত হারে আয়কর পরিশোধ করার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট নৌ-যানের বিনিয়োগ করমুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং কোন প্রশ্ন ব্যতিরেকে কর বিভাগ কর্তৃক এইরূপ বিনিয়োগ গ্রহন করা হইবে। উল্লেখ্য যে বিনিয়োগের উপর আয়কর শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট নৌ-যানের রেজিস্ট্রেশনের সময়ই প্রদান করিতে হইবে। কিংবা ক, খ ও গ ক্রমিকে বর্ণিত নৌ-যানসমূহের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে অনুমিত আয়কর প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট নৌ-যানের সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়নের তারিখ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই আবশ্যিকভাবে পরিশোধ করিতে হইবে।

নৌ-যানের মালিক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত শাখায় চালানের মাধ্যমে এইরূপ অনুমিত আয়কর জমা দিতে হইবে। চালানের উপরের অংশে বড় অক্ষরে "নৌ-যান বাবদ অনুমিত আয়কর" শব্দাবলী অবশ্যই লিখিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট



নৌ-যানের মালিক যদি কোম্পানী হয় তাহা হইলে "১/১১৪১/০০০০/০১০১-আয়কর-কোম্পানীসমূহ" খাতে এবং কোম্পানী না হইলে অর্থাৎ ব্যক্তি বা অংশীদারী ফার্ম হইলে "১/১১৪১/০০০০/০১১১-আয়কর-কোম্পানী ব্যতীত" খাতে আয়কর প্রদান করিতে হইবে। তফশিলভুক্ত ব্যাংকের একাউন্ট পেয়ি ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমেও এইরূপ কর প্রদান করা যাইবে। তবে নৌ-যান রেজিস্ট্রেশন বা সার্ভে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের ঢাকাস্থ কার্যালয়ে নৌ-যান রেজিস্ট্রেশন বা নবায়নের ক্ষেত্রে Deputy Commissioner of Taxes, (Head Quarter:Admn), Zone-5, Dhaka, চট্টগ্রামস্থ কার্যালয়ে নৌ-যান রেজিস্ট্রেশন বা নবায়নের ক্ষেত্রে Deputy Commissioner of Taxes, (Head Quarter:Admn), Zone-3, Chittagong, খুলনাস্থ কার্যালয়ে নৌ-যান রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে Deputy Commissioner of Taxes, (Head Quarter:Admn), Taxes Zone-Khulna, নারায়ণগঞ্জস্থ কার্যালয়ে নৌ-যান রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে Deputy Commissioner of Taxes, Circle -2, Narayangong এবং বরিশালস্থ নৌ-যান রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে Deputy Commissioner of Taxes, Circle-2, Barisal এর অনুকূলে একাউন্ট পেয়ি ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার ইস্যু করিতে হইবে। চালানোর মধ্যে এইরূপ কর জমাদানের ক্ষেত্রে উল্লেখিত উপ-কর কমিশনারগণ তাহাদের হিসাবে আদায় (collection) দেখাইবেন এবং এইরূপ কর জমাদান বিষয়টি পরিবীক্ষণ করিবেন।

আয়কর জমাদান সংক্রান্ত চালানোর মূল কপি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে এবং চালানোর একটি ফটোকপি কপিও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা রাখিতে হইবে। একাউন্ট পেয়ি ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের ক্ষেত্রে মূল ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা করিতে হইবে এবং ইহার একটি ফটোকপি করদাতা সংরক্ষণ করিবেন।

আয়কর জমাদানের বিষয় নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট নৌ-যানের সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়ন অথবা রেজিস্ট্রেশন (যেটি প্রযোজ্য) প্রদান করিবে। অন্যথায় উক্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত নৌ-যানের সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়ন অথবা রেজিস্ট্রেশন প্রদান হইতে বিরত থাকিবে।

এ বিধানের অধীনে আয়কর প্রদানকারীর আয় তাহার আয়কর রিটার্নে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে। তবে এইরূপ আয়ের জন্য অতিরিক্ত কর প্রদেয় হইবে না এবং এইরূপ আয়ের পরিমাণ প্রদত্ত আয়করের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মোট আয়ের বেশী হইবে না। প্রদত্ত আয়কর করদাতার মোট আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের সাথে সমূহ করা যাইবে। উল্লেখ্য যে, নূতন প্রবর্তিত এই বিধান তৈলবাহী নৌ-যানের (oil tanker) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২৫। রিটার্ণ দাখিলে ব্যর্থতার কারণে জরিমানা আরোপ বাধ্যতামূলককরন - আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 124 সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে রিটার্ণ দাখিলে ব্যর্থতা এবং ধারা 58, 108, 109, 110 বা 113 এর বিধান অনুযায়ী সার্টিফিকেট, বিবরণী বা হিসাবপত্রাদি দাখিলে ব্যর্থতার জন্য উপ-কর কমিশনার তাহার স্বেচ্ছাক্রমতা প্রয়োগ করিয়া জরিমানা আরোপ করিতে পারিতেন। জরিমানার এই পরিধিকে আরো সম্প্রসারণ করিয়া নতুন ধারা 184C সংযোজনের মাধ্যমে টিআইএন প্রদর্শনকেও ইহার আওতাভুক্ত করা হইয়াছে। উপ-কর কমিশনারের স্বেচ্ছাক্রমতাকে বাতিল করিয়া জরিমানা আরোপের বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এখন হইতে নির্ধারিত সময়ে রিটার্ণ দাখিলে ব্যর্থতা, সার্টিফিকেট, হিসাব বিবরণী বা টিআইএন সার্টিফিকেট প্রদর্শনে ব্যর্থতার জন্যও নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে ৫০০ টাকা জরিমানা এবং পরবর্তী প্রতি মাস বা অংশ বিশেষের জন্য ২৫০ টাকা হারে বাধ্যতামূলকভাবে জরিমানা আরোপ করিতে হইবে। তবে এইরূপ জরিমানা আরোপের পূর্বে করদাতাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে 130 ধারায় নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

২৬। টিআইএন সার্টিফিকেট প্রকাশ্যে প্রদর্শনের বিধান প্রবর্তন- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে ধারা 184C সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে নতুন ধারা 184C সংযোজনপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে এখন হইতে ব্যবসা বা পেশা খাতে আয় রহিয়াছে এমন সকল করদাতাগণ সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনারের নিকট হইতে প্রতি বৎসর টিআইএন সার্টিফিকেট গ্রহন করিবেন এবং তাহার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সুবিধামত প্রকাশ্য স্থানে উক্ত সার্টিফিকেট আবশ্যিকভাবে প্রকাশ্যে প্রদর্শন করিবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে টি.আই.এন সার্টিফিকেট প্রদর্শনে ব্যর্থ হইলে আয়কর অধ্যাদেশের 124 ধারায় বাধ্যতামূলকভাবে জরিমানা আরোপ করার বিধান করা হইয়াছে।

২৭। অবিতর্কিত কর পরিশোধে ব্যর্থ হইলে উপ কর কমিশনারকে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার ক্ষমতা প্রদান- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 143 ধারায় নূতন উপধারা (1A) সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 143 ধারায় নূতন উপ-ধারা (1A) সংযোজন করা হইয়াছে। সংযোজিত উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী কোন আপিলাত ফোরামে বিতর্কিত নয় এমন কোন কর দাবী আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনার উক্ত করদাতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হইতে সকল প্রকার মালামাল স্থানান্তরে নিষেধাজ্ঞা জারীসহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। দাবীকৃত কর পরিশোধ করা হইলে বা কর আদায়ের ব্যাপারে করদাতার সহিত সন্তোষজনক কোন সমঝোতা হইলে উপ-কর কমিশনার এইরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। অবশ্য এইরূপ কার্যক্রম গ্রহনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট করদাতাকে আত্মপক্ষ



সমর্থনের সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে সুনানীর সুযোগ দিতে হইবে। ইহা ছাড়াও এই বিধানের আওতায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধের আগে উপ-কর কমিশনারকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারের অনুমোদন গ্রহন করিতে হইবে।

২৮। অসত্য তথ্য প্রদান এবং আয় গোপন করার জন্য শাস্তির ন্যূনতম মেয়াদ নির্ধারণ-  
আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 165 এবং ধারা 166 সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে অসত্য তথ্য পরিবেশনা ইত্যাদির জন্য imprisonment এর সর্বোচ্চ মেয়াদ নির্ধারিত করা হইলেও ন্যূনতম মেয়াদ ধার্য করা ছিল না। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 165 এবং ধারা 166 সংশোধনপূর্বক উক্ত ধারার আওতায় imprisonment এর ন্যূনতম মেয়াদ তিন মাস নির্ধারণ করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়াও ধারা 165 এর clause (a) তে উল্লিখিত "and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true" শব্দাবলী বিলুপ্ত করা হইয়াছে কারণ এই ধরনের অযৌক্তিক শব্দসমূহ থাকার কারণে এই বিধানটির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত সম্ভব হইত না। আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 165 সংশোধনপূর্বক নূতন clause (d) সংযোজনের মাধ্যমে ধারা 115 তে জরীপ কার্যক্রম পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি অথবা তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানাইলে শাস্তি প্রদানের বিধান করা হইয়াছে।

২৯। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 128(2A) বিলোপকরণঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 82 এর প্রোভাইসো এর আওতায় চার্জ একাউন্টেন্টে কর্তৃক সার্টিফিকেট প্রদানের সময় সংশ্লিষ্ট করদাতার আয় সম্পর্কিত কোন তথ্য গোপন করা হইলে সংশ্লিষ্ট চার্জ একাউন্টেন্টের উপর আর্থিক জরিমানা আরোপ করার বিধান ছিল। কিংবা আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 165 এর clause (c) এর আওতায় পৃথকভাবে তথ্য গোপনের জন্য শাস্তির যে বিধান রহিয়াছে তা চার্জ একাউন্টেন্টদের জন্য প্রযোজ্য হইয়া থাকে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 128 এর উপ-ধারা (2A) বিলোপ করা হইয়াছে। এছাড়া একই বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ধারা 131 এর প্রোভাইসোটো বিলোপ করা হইয়াছে।

৩০। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 143 এর উপ-ধারা (2) এর clause(a) সংশোধনঃ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 143 এর উপ-ধারা (2) এর clause (a) এর আওতায় আদায় সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধানটি কেবল করদাতা কর্তৃক কোথাও গচ্ছিত অর্থের উপরই প্রয়োগ করা যায়। কিংবা করদাতার মালামালের উপর বিদ্যমান বিধানটি প্রযোজ্য হয় না। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 143 এর উপ-ধারা (2) এর clause (a) সংশোধনের মাধ্যমে

এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে উক্ত ধারার আওতায় আদায়ের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ করদাতার মালামালের উপরও প্রযোজ্য হইবে। অর্থাৎ কোন করদাতার নিকট পাওনা কর আদায়ের জন্য উক্ত করদাতা কর্তৃক কাহারোও নিকট গচ্ছিত মালামালও ক্রেনক (attachment) করা যাইবে। অর্থাৎ ব্যাংকের mortgage বা hypothecation এর উপর প্রযোজ্য হইবে।

৩১। আপীলাত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপীল আদেশ প্রদানের সময়সীমা পুনঃ নির্ধারণ- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 156 এর উপ ধারা (6) সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুসারে আপীল মামলা দায়েরের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে কর কমিশনার (আপীল) অথবা আপীলাত অতিরিক্ত/যুগ্মকর কমিশনারকে আপীল মামলা নিষ্পত্তি করিতে হইত। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 156 এর উপ ধারা (6) সংশোধনপূর্বক যে তারিখে আপীল মামলা দায়ের করা হইল সংশ্লিষ্ট সেই মাসের শেষ তারিখ হইতে পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে উক্ত মামলা নিষ্পত্তির বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে। নতুন প্রবর্তিত এই বিধান ১লা জুলাই, ১৯৯৯ তারিখ বা তৎপরবর্তী সময়ে যে কোন কর বৎসরের আপীল মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩২। হাইকোর্টে রেফারেন্স মামলা দায়েরের সময়সীমা বর্ধিতকরণ-আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 160 সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুসারে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃপক্ষের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে রেফারেন্স মামলা দায়েরের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 160 এর উপ ধারা (1) সংশোধনপূর্বক আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃপক্ষের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে রেফারেন্স মামলা দায়েরের বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই বিধান ১লা জুলাই, ১৯৯৯ তারিখ বা তৎপরবর্তী সময়ে প্রাপ্ত আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃপক্ষের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টে রেফারেন্স করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩৩। কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রদেয় করের পরিমাণ ৩০% হইতে ২০% এ হ্রাসকরণ, কর বিভাগ কর্তৃক ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে বোর্ডের পূর্বানুমোদন গ্রহণের বিধান বাতিলকরণ এবং কর বিভাগ কর্তৃক এইরূপ মামলা দায়ের করিবার সময়সীমা ৬০ দিন নির্ধারণ- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 158 এর উপ ধারা (2) এর clause (a), উপ ধারা (3) এবং উপ ধারা (4) সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে আপীল আদেশের ভিত্তিতে প্রদেয় কর এবং 74 ধারায় প্রদেয় করের পার্থক্যের ৩০ শতাংশ পরিশোধ করার বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 158 এর উপ ধারা (2) এর clause (a) সংশোধনপূর্বক এইরূপ বিধান করা



হইয়াছে যে, ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে আপীল আদেশের ভিত্তিতে প্রদেয় কর এবং 74 ধারায় প্রদেয় করের পার্থক্যের ২০ শতাংশ পরিশোধ করিতে হইবে। এইরূপ সংশোধনী ১লা জুলাই, ১৯৯৯ইং বা তৎপরবর্তী সময়ে যে কোন কর বৎসরের জন্য ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

ইহা ছাড়াও ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে আপীল আদেশের বিরুদ্ধে উপ-কর কমিশনার কর্তৃক ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করিবার ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক পূর্বানুমোদন প্রদানের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে ধারা 158 এর উপ ধারা (3) সংশোধনপূর্বক আপীল আদেশের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করিবার ক্ষেত্রে বোর্ডের পূর্বানুমোদনের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদন প্রদানের বিধান করা হইয়াছে। এখন হইতে সংশ্লিষ্ট কর কমিশনার আপীল আদেশ প্রাপ্তির পর উপ-কর কমিশনারের নিকট হইতে প্রতিক্রিয়া প্রতিবেদন সংগ্রহ করিবেন এবং সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করা সমীচীন বলিয়া মনে করিবেন শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রেই মামলা দায়েরের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা কর কমিশনারকে প্রদানের প্রেক্ষিতে ধারা 158 এর উপ ধারা (4) সংশোধনের মাধ্যমে কর বিভাগ কর্তৃক ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের সময়সীমা ১২০ দিনের অর্থাৎ ৬০ দিন নির্ধারণ করা হইয়াছে। নতুন প্রবর্তিত এই বিধান ১লা জুলাই, ১৯৯৯ তারিখ বা তৎপরবর্তী সময়ে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করিবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১লা জুলাই, ১৯৯৯ইং এর পূর্বে প্রাপ্ত যে সকল আপীল আদেশের বিরুদ্ধে দায়েরযোগ্য, অথচ ইতোমধ্যে নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ৬০ দিন অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের সময় অবশ্যই ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রমার্জন্য আবেদন (prayer for condonation) দাখিল করিতে হইবে।

৩৪। উপ কর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলাত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়েরের পূর্বে কর পরিশোধের পরিমাণ ১৫% হইতে ৫% এ হ্রাসকরণ এবং কর কমিশনার কর্তৃক এইরূপ কর পরিশোধ হইতে অব্যাহতি প্রদানের বিধান বাতিলকরণ- ধারা 153 এর উপধারা (3) সংশোধন এবং তদসংশ্লিষ্ট প্রোভাইসো বিলোপকরণঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী উপ কর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলাত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে উপ কর কমিশনারের আদেশানুযায়ী প্রদেয় করের ১৫ শতাংশ অথবা রিটার্ণ অনুসারে প্রদেয় কর -এই দুইয়ের মধ্যে যাহা বেশী, তাহা পরিশোধের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 153 এর উপধারা (3) সংশোধনের মাধ্যমে এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে আপীলাত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনারের আদেশানুযায়ী প্রদেয় করের ৫ শতাংশ অথবা রিটার্ণ অনুসারে প্রদেয় কর - এই দুইয়ের মধ্যে যাহা বেশী, তাহা সংশ্লিষ্ট করদাতাকে পরিশোধ করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত ইতোপূর্বে বিদ্যমান ধারা 153(3) এর শেফাংশের প্রোভাইসোর আওতায় করদাতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর কমিশনার কর্তৃক এইরূপ পরিশোধযোগ্য করার পরিমাণ মওকুফ অথবা হ্রাস করার বিধান বিদ্যমান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে উল্লিখিত প্রোভাইসোটি বিলোপ করা হইয়াছে। নব প্রবর্তিত এই বিধান ১লা জুলাই, ১৯৯৯ তারিখ বা তৎপরবর্তী সময়ে যে কোন কর বৎসরের দায়েরকৃত আপীল মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩৫। আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 45 এর আওতায় কর অবকাশ সুবিধা ভোগকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও বিনিয়োগের শর্তাবলী সংশোধন- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 45 এর উপ-ধারা (2B) এর clause (cc) সংশোধন এবং উপ-ধারা (3) এর প্রোভাইসো প্রতিস্থাপনঃ

বিগত বৎসরে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 46A এর আওতায় কর অবকাশ সুবিধা ভোগকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের শর্তাবলী সংশোধন করা হইয়াছে। কিংবা যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান এখনও আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 45 এর আওতায় কর অবকাশ সুবিধা ভোগ করিতেছে তাহাদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের শর্তাবলীতে সংশোধন আনা হয় নাই। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 45 এর উপ-ধারা (2B) এর clause(cc) সংশোধনপূর্বক উক্ত clause এর পর একটি প্রোভাইসো সংযোজন করা হইয়াছে। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী ধারা 45 এর আওতায় কর অবকাশ সুবিধা ভোগরত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করমুক্ত আয়ের ৩০ শতাংশ কর অবকাশ মেয়াদ চলাকালীন সময়ে অথবা কর অবকাশ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে উক্ত ধারায় নির্ধারিত ইনস্ট্রুমেন্টসমূহে বিনিয়োগ করিতে হইবে। এছাড়া যদি এইরূপ কর অবকাশ প্রাপ্ত কোন কোম্পানী লভ্যাংশ ঘোষণা করে তাহা হইলে করমুক্ত আয়ের ৩০ শতাংশ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানী কর্তৃক ঘোষিত লভ্যাংশও বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য হইবে। অর্থাৎ করমুক্ত আয়ের ৩০ শতাংশ হইতে ঘোষিত লভ্যাংশ বিনিয়োগপূর্বক অবশিষ্ট অংশ বিনিয়োগ করিতে হইবে। ধারা 46 এর আওতায় পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রেও একই ধরনের সংশোধনী আনয়ন করা হইয়াছে।

এছাড়াও ইতোপূর্বে ধারা 45 এর উপ-ধারা (3) অনুযায়ী extra shift depreciation allowance প্রদানের বিধান ছিল। কিংবা বিগত বৎসরে extra shift depreciation allowance প্রদানের বিধান বিলোপ করার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে ধারা 45 এর উপ-ধারা (3) সংশোধন করা হইয়াছে এবং এই ধারার আওতায় কর অবকাশ সুবিধা ভোগকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কেবল আয়কর অধ্যাদেশের The Third schedule এর আওতায় নির্ধারিত normal depreciation allowance প্রদানযোগ্য।



৩৬। Leave encashment কে 'salary' র সংজ্ঞাভুক্তকরণ- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২ এর clause (58) এর sub-clause (d) সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে Leave encashment বেতনের সংজ্ঞাভুক্ত ছিল না। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ২ এর clause (58) এর sub-clause (d) সংশোধনপূর্বক Leave encashment কেও 'salary' র সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

৩৭। চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শী ও আপীলাত যুগ্মকর কমিশনারকে পূর্ণ যুগ্মকর কমিশনার (পরিদর্শী ও আপীল) এর সংজ্ঞাভুক্তকরণ এবং চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনারকে উপ-কর কমিশনারের সংজ্ঞাভুক্তকরণ- আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ২ এর clause (4), clause (29) এবং clause (36) সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে যুগ্মকর কমিশনারের (পরিদর্শী ও আপীল) সংজ্ঞায় চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্মকর কমিশনারগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ২ এর clause (4) এবং clause (36) সংশোধনপূর্বক চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্মকর কমিশনারকে পরিদর্শী ও আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনারের সংজ্ঞাভুক্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ একজন উপ-কর কমিশনার যদি যুগ্মকর কমিশনারের পদে চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত হন তাহা হইলে তিনি ধারা ২ এর clause (4) এবং clause (36) এ সংজ্ঞায়িত সকল কর্তৃপক্ষের আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন। প্রসংগত উল্লেখ্য যে পরিদর্শী ও আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনারের সংজ্ঞায় পূর্বেই অতিরিক্ত কর কমিশনারকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং পরিদর্শী বা আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনার যদি অতিরিক্ত কর কমিশনারের চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত হন তাহা হইলে আইনানুযায়ী তিনি অতিরিক্ত কর কমিশনার হিসাবে গণ্য হইবেন। এইক্ষেত্রে কোন আইনানুগ বাঁধা নাই।

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে উপ-কর কমিশনারের সংজ্ঞায় চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনারগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ২ এর clause (29) সংশোধনপূর্বক চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনারকে আইনানুযায়ী উপ-কর কমিশনার হিসাবে গণ্য করার বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে।

৩৮। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনযুক্ত ক্লাবের সদস্য পদের জন্য আবেদনের সময় টিআইএন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র দাখিল বাধ্যতামূলককরণ -ধারা 184A সংশোধন এবং ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনযুক্ত ক্লাবের বিদ্যমান সদস্যদের জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলককরণ-ধারা 75 উপধারা (1A) তে নতুন clause (iv) সংযোজনঃ

বিদ্যমান আইনে কতিপয় ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে টিআইএন সঞ্চলিত সনদপত্র দাখিলের বিধান আছে। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে ধারা 184A সংশোধনপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে বিদ্যমান ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন

নথরযুক্ত কোন ক্লাবের সদস্য পদের জন্য আবেদনের সময় সংশ্লিষ্ট ক্লাব কর্তৃপক্ষের নিকট বাধ্যতামূলকভাবে টিআইএন সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে। এছাড়া ধারা 75 উপধারা (1A) তে নূতন clause (iv) সংযোজনের মাধ্যমে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনযুক্ত ক্লাবের বিদ্যমান সদস্যদের বাৎসরিক মোট আয় যাহাই হউক না কেন তাহাদের ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

৩৯। **Superannuation Fund ও Gratuity Fund অনুমোদনের সময়সীমা নির্ধারণ-** আয়কর অধ্যাদেশের **The First Schedule, part 'A' এর paragraph (2) এর sub-paragraph (1) এবং part 'C' এর paragraph (2) এর sub-paragraph (1) সংশোধনঃ**

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক Superannuation Fund ও Gratuity Fund অনুমোদনের আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত প্রদানের কোন সময়সীমা ছিল না। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের The First Schedule, part 'A' এর paragraph (2) এর sub-paragraph (1) এবং part 'C' এর paragraph (2) এর sub-paragraph (1) প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, Superannuation Fund বা Gratuity Fund অনুমোদন সংক্রান্ত আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে হইবে। অন্যথায় উক্ত Superannuation Fund ও Gratuity Fund অনুমোদিত বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে paragraph (3) এ বর্ণিত কোন শর্তের পরিপন্থী কোন কিছু বিবেচ্য ফাণ্ডে থাকিলে বোর্ড যে কোন সময় অনুমোদন প্রত্যাহার করিতে পারে।

ইহাছাড়াও আয়কর অধ্যাদেশের ধারা (2) এর clause (6) সংশোধনপূর্বক Pension Fund কে Superannuation Fund এর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ফলে এখন হইতে Superannuation Fund এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মাবলী Pension Fund এর ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হইবে।

৪০। **এস,আর,ও নং-১৮০-আইন/৯৯, তাং ১/৭/৯৯ এর মাধ্যমে বেসরকারী খাতে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের আয়কে পাঁচ বৎসরের জন্য করমুক্ত করার বিধান প্রবর্তনঃ**  
এস,আর,ও নং-১৮০-আইন/৯৯, তাং ১/৭/৯৯ এর মাধ্যমে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে ১লা জুলাই, ১৯৯৯ হইতে ৩০শে জুন, ২০০৫ তারিখের মধ্যে বেসরকারী খাতে কোন নতুন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হইলে উক্ত হাসপাতালের আয় নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে পাঁচ বৎসরের জন্য করমুক্ত থাকিবেঃ-

(ক) হাসপাতালটি Companies Act, 1913 (VII of 1913) অথবা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোন কোম্পানীর মালিকানাধীন হইতে হইবে;

(খ) ১ লা জুলাই, ১৯৯৯ইং হইতে ৩০ শে জুন, ২০০৫ইং এর মধ্যে হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে;



- (গ) হাসপাতালটি নিজস্ব জমিতে নির্মিত ভবনে অবস্থিত হইতে হইবে;
- (ঘ) সাধারণ হাসপাতালের ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুইশতটি শয্যা এবং হৃদরোগ, কিডনী ও ক্যান্সার রোগের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতালের (Specialised hospital) ক্ষেত্রে পঞ্চাশটি শয্যা উক্ত হাসপাতালে থাকিতে হইবে;
- (ঙ) সংশ্লিষ্ট হাসপাতালটির দশ শতাংশ শয্যা গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট রাখিতে হইবে।

এইরূপ কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত হাসপাতালের মালিক অব্যাহতির সহিত সম্পর্কিত আয় বৎসরের জন্য সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারের নিকট আয়কর বিটাংগ, হিসাবের বিবরণী ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করিবে এবং উপ-কর কমিশনার আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 28 এবং 29 এর অধীন উক্ত মালিকের অন্যান্য আয় (যদি থাকে) সহ হাসপাতালের আয় নিরূপন করতঃ কর নির্ধারণী কার্য সম্পন্ন করিবেন।

১১। সমুদ্রগামী জাহাজের আয়ের ৫০ শতাংশ করমুক্তকরণ - আয়কর অধ্যাদেশের The Sixth Schedule, Part-A তে নতুন Paragraph-31 সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের The Sixth Schedule, Part-A তে নতুন Paragraph-31 সংযোজনপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে কোন নিবাসী করদাতার মালিকানাধীন বাংলাদেশে রেজিস্ট্রীকৃত এবং আন্তর্জাতিক জলসীমায় চলাচলকারী জাহাজের আয়ের ৫০ শতাংশ করমুক্ত থাকিবে।

১২। এস,আর,ও নং ১৮২-আইন/৯৯, তারিখ ১/৭/৯৯ এর মাধ্যমে করের উপর করারোপনের বিধান বাতিলকরণঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী বেতনভোগী করদাতাদের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত করকে আয় হিসাবে বিবেচনা করা হইত। এস,আর,ও নং-১৮২-আইন/৯৯ তারিখ ১লা জুলাই, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে করের উপর করারোপনের (tax on tax) বিধান বাতিল করা হইয়াছে। অর্থাৎ এখন হইতে নিয়োগকারী কর্তৃক বেতনভোগী করদাতাদের বেতনের উপর আরোপনীয় কর পরিশোধ করা হইলেও উক্ত পরিশোধিত কর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আয় হিসাবে গন্য করা হইবে না। নূতন প্রবর্তিত এই বিধান ১৯৯৯-২০০০ কর বৎসর হইতে প্রযোজ্য হইবে।

১৩। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ সকল বানিজ্যিক ব্যাংক এর ক্ষেত্রে সুদসহ মন্দ বা কুঋণের প্রভিশনিং এর সময়সীমা বর্ধিতকরণ - আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 29 এর উপধারা (1) এর clause (xviiiiaa) এর দ্বিতীয় প্রোভাইসো সংশোধনঃ

আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 29 এর উপধারা (1) এর clause (xviiiiaa) এর আওতায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ সকল বানিজ্যিক ব্যাংক এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক শ্রেণীবিন্যাসকৃত সুদসহ মন্দ বা কুঋণের প্রকৃত প্রভিশন অথবা সুদসহ মোট বকেয়া ঋণের তিন শতাংশ, এই দুইয়ের মধ্যে

যাহা কম, তাহা ব্যবসায়ের খরচ হিসাবে গ্রাহ্য করার বিধান রহিয়াছে। ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী এইরূপ প্রতিশনিং এর সুযোগ ১৯৯৯-২০০০ কর বৎসর পর্যন্ত প্রযোজ্য ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 29 এর উপধারা (1) এর clause (xviiiia) এর দ্বিতীয় প্রোভাইসো সংশোধনপূর্বক প্রতিশনিং এর সুবিধা ২০০১-২০০২ কর বৎসর পর্যন্ত প্রযোজ্য করা হইয়াছে।

৪৪। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর ক্ষেত্রে সাসপেন্স একাউন্টের সুদকে প্রকৃত প্রাপ্তির ভিত্তিতে আয় হিসাবে গণ্য করার বিধান প্রযোজ্যকরন - আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 28(3) সংশোধনঃ

আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 28 এর উপ-ধারা (3) অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক শ্রেণীবিন্যাসকৃত মন্দ বা কুঋণ হইতে উদ্ধৃত সুদকে প্রকৃত প্রাপ্তির ভিত্তিতে অথবা লাভ-ক্ষতির হিসাবে ক্রেডিট প্রদানের ভিত্তিতে (যেইটি আগে) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের আয় হিসাবে গণ্য করা হয়। ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর ক্ষেত্রে ধারা 28(3) এর বিধান প্রযোজ্য হইত না। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 28 এর উপ-ধারা (3) সংশোধন করা হইয়াছে এবং এই ধারার বিধান ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করা হইয়াছে।

৪৫। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 19(15)(aa) সংশোধনঃ

আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 19(15)(aa) অনুযায়ী করদাতা কর্তৃক বানিজ্যিক ব্যাংক অথবা শিল্প ব্যাংক অথবা শিল্প ঋণ সংস্থার প্রাপ্য সুদ আয় বৎসর শেষ হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যে পরিশোধ না করা হইলে করদাতার হাতে "অন্যান্য সূত্রের আয় হিসাবে" গণ্য হইয়া থাকে। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 19 এর উপধারা (15) এর ক্লজ (aa) সংশোধনপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে কোন করদাতা কর্তৃক বানিজ্যিক ব্যাংক অথবা শিল্প ব্যাংক অথবা শিল্প ঋণ সংস্থার প্রাপ্য সুদ আয় বৎসর শেষ হওয়ার তিন বৎসরের মধ্যে পরিশোধ না করা হইলে উহা করদাতার হাতে "অন্যান্য সূত্রের আয় হিসাবে" গণ্য করা হইবে। ১৯৯৯-২০০০ কর বৎসর ও পরবর্তী আয় বৎসরের উদ্ধৃত দেনার সুদ ব্যায়ের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৪৬। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 19(21) সংশোধনঃ

আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 19(21) অনুযায়ী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোন করদাতা ট্রান্সড্ চেক ব্যতীত ৫০,০০০ টাকার অধিক ঋণ গ্রহন করিলে এবং উক্ত ঋণ যে আয় বৎসরে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্যে পরিশোধ না করা হইলে উক্ত দুইটি আয় বৎসরের পরবর্তী আয় বৎসরে উল্লিখিত অপরিশোধিত ঋণ করদাতার হাতে "অন্যান্য সূত্রের আয় হিসাবে" গণ্য হইয়া থাকে। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 19 এর উপ-ধারা (21) এর সংশোধনপূর্বক ঋণ



পরিশোধের সময়সীমা 'দুই বৎসরের' স্থলে 'তিন বৎসর' করা হইয়াছে। ১৯৯৯-২০০০ কর বৎসর ও পরবর্তী আয় বৎসরের উদ্ভূত ঋণের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৪৭। বাংলাদেশী অনিবাসী করদাতাদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশী মিশনের মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন দাখিলের সুবিধা প্রদান- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৭৫ এর উপ-ধারা (১) এর শেষে নূতন প্রোভাইসো সংযোজনঃ  
বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী যাহাদেরকে অনিবাসী বাংলাদেশী হিসাবে অভিহিত করা হইয়া থাকে, তাহাদের বাংলাদেশে অর্জিত করযোগ্য আয়ের জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হয়। এইরূপ অনিবাসী বাংলাদেশী করদাতাদের সুবিধার্থে অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৭৫ এর উপ-ধারা (১) এর শেষে নূতন প্রোভাইসো সংযোজনের মাধ্যমে বিধান করা হইয়াছে যে এখন হইতে তাহারা সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করিতে পারিবেন। এছাড়া মিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণ মিশনেই আয়কর রিটার্ন দাখিল করিতে পারিবেন। এই সকল করদাতাগণ রিটার্নের সহিত প্রদেয় কর পরিশোধ বাবদ সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারের অনুকূলে একাউন্ট পেয়ি ব্যাংক ড্রাফট পে-অর্ডার জমা দিবেন। সংশ্লিষ্ট মিশনসমূহ রিটার্ন প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া দাপ্তরিক একটি রশিদ করদাতাকে প্রদান করিবে এবং পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটসহ ঐ সকল রিটার্ন সরাসরি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করিবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিটার্ন ফরম যথা সময়ে বাংলাদেশ মিশনসমূহে প্রেরণ করা হইবে। অবশ্য রিটার্ন ফরমের ফটোকপিও ব্যবহার করা যাইবে।

৪৮। আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১৯(১১) সংশোধনঃ  
অন্যান্য সূত্রের আয় নিরূপন সংক্রান্ত এই বিধানটি ইতোপূর্বে কেবল অনাদায়ী ও পরবর্তীতে মওকুফকৃত ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইত। ঋণকে দান হিসাবে রূপান্তর করা হইলে তাহা দান গ্রহীতার হাতে মূলধন প্রাপ্তি (capital receipt) হয়। রাজস্ব প্রাপ্তি নহে বিধায় এই দান গ্রহীতার হাতে করারোপন করা সম্ভব হইত না। এই ধরনের দানের যথার্থতা সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকিত। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১১) এর "which makes any debtor taxable" শব্দসমূহ বিলোপের মাধ্যমে এইরূপ দানকে করারোপনের আওতায় আনা হইয়াছে। অর্থাৎ ইতোপূর্বে প্রদত্ত কোন ঋণ যদি ঋণদাতা কোন ঘোষণার মাধ্যমে বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় দানে রূপান্তর করেন, তাহা হইলে এইরূপ দানের অংক দান গ্রহীতার হাতে আয় হিসাবে গণ্য হইবে। ১৯৯৯-২০০০ কর বৎসর ও পরবর্তী আয় বৎসরের উদ্ভূত দান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৪৯। ট্রাস্টের আওতাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হইতে উদ্ভূত আয়কে করারোপনের আওতাভুক্তকরণ- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর The sixth schedule, part-'A' এর paragraph-1 সংশোধনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর The sixth schedule, part-'A' এর paragraph-1 এর শেষে ইতোপূর্বে বিদ্যমান

'explanation' টি বিলোপ করার মাধ্যমে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে ট্রাষ্ট আইনের আওতাভুক্ত কোন ট্রাষ্টের যদি ব্যবসায়িক কর্মকান্ড হইতে উদ্ধৃত আয়, থাকে তাহা হইলে উক্ত আয়ের ক্ষেত্রে The sixth schedule, part-'A' এর paragraph-1 বিধান প্রযোজ্য হইবে না। অর্থাৎ ব্যবসায়িক কর্মকান্ড হইতে উদ্ধৃত ট্রাষ্টের সম্পূর্ণ আয় করারোপনের আওতাভুক্ত হইবে। এই বিধান ১৯৯৯-২০০০ কর বৎসর হইতে প্রযোজ্য হইবে।

৫০। নব নির্মিত আবাসিক বাড়ীভাড়া আয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অব্যাহতি সীমা বাতিলকরন- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর The sixth schedule, part-'A' এর paragraph-14 এর clause (h) বিলোপঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে ৩০/০৬/২০০০ ইং তারিখের মধ্যে নির্মিত আবাসিক বাড়ী হইতে অর্জিত আয়ের ৩৬,০০০/- টাকা পর্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট করদাতার মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হইত না। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর The sixth schedule, part-'A' এর paragraph 14 এর clause (h) বিলোপের মাধ্যমে আবাসিক বাড়ীভাড়া আয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৩৬,০০০/- টাকা অব্যাহতির বিধান বিলোপ করা হইয়াছে। তবে যাহাদের ক্ষেত্রে এই সুবিধা ইতোমধ্যে প্রযোজ্য হইয়াছে, সেই সুবিধা বিলোপকৃত বিধানে উল্লিখিত মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

৫১। সম্পদ ও দায় বিবরণী দাখিলের বিধান সংশোধন - আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 75 এর উপধারা (2) এর clause(d) প্রতিস্থাপনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 75 এর উপধারা (2) এর clause(d) প্রতিস্থাপনপূর্বক এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে এখন হইতে যে সকল করদাতার বার্ষিক আয় ৩ লক্ষ টাকার অধিক হইবে তাহাদিগকে প্রতি বৎসর আবশ্যিকভাবে রিটার্নের সাথে সম্পদ ও দায় বিবরণী দাখিল করিতে হইবে।

৫২। লটারী ও প্রাইজবন্ড হইতে উদ্ধৃত আয় করারোপনের আওতায় আনয়ন- এস,আর,ও নং-১০৯-আইন/৯৪ তারিখ ২৯/৩/৯৪ এবং এস,আর,ও নং-২৪৮-আইন/৮৩ তারিখ ৫/৭/৮৩ বাতিলকরনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান এস,আর,ও নং-১০৯-আইন/৯৪ তারিখ ২৯/৩/৯৪ অনুযায়ী বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আয়োজিত লটারীর আয় এবং এস,আর,ও নং-২৪৮-আইন/৮৩ তারিখ ৫/৭/৮৩ অনুযায়ী প্রাইজবন্ডের আয় করমুক্ত ছিল। এস,আর,ও নং-১৭৯-আইন/৯৯ তারিখ ১/৭/৯৯ এবং ১৮০-আইন/৯৯ তারিখ ১/৭/৯৯ এর মাধ্যমে উপরোল্লিখিত দুইটি এস,আর,ও বাতিল করা হইয়াছে। ১লা জুলাই, ১৯৯৯ ইং হইতে প্রাইজবন্ডের প্রাইজমানি এবং লটারী হইতে প্রাপ্ত পুরস্কার কর আরোপযোগ্য হইবে এবং বিধান অনুযায়ী এই সকল পুরস্কার হইতে বিশ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তন করিতে হইবে।



৭৩। মূল্য সংযোজন কর সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহে বাধ্যবাধকতা - ধারা 163 এর উপ-ধারা (3) এর clause(m) সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে আবগারী কর, দান কর, সম্পদকর, শুষ্ক কর সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে তথ্য সরবরাহে বাধ্যবাধকতা থাকিলেও মূল্য সংযোজন কর সম্পর্কে এইরূপ কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 163 এর উপ-ধারা (3) এর clause (m) সংশোধনের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহে বাধ্যবাধকতার বিধান করা হইয়াছে।

৭৪। সম্পদ কর আইন, ১৯৬৩ বিলোপকরণ এবং আয়কর আইনের আওতায় পরিসম্পদের ভিত্তিতে সারচার্জ আরোপের বিধান প্রবর্তনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে সম্পদ কর আইন, ১৯৬৩ বিলোপ করা হইয়াছে। সম্পদ কর আইন বাতিলের পরিশ্রেক্ষিতে সম্পদের ভিত্তিতে কর আদায় কার্যক্রমকে আয়কর আইনের আওতাধীন করা হইয়াছে যাহা অনুচ্ছেদ-২ এ আলোচিত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, সম্পদকর আইন, ১৯৬৩ বিলোপ করা হইলেও এইরূপ বিলোপকরণের পূর্বে এই আইনের অধীন আরোপ ও আদায়যোগ্য সম্পদকর এবং তৎসংশ্লিষ্ট সকল কার্যধারার ক্ষেত্রে সম্পদকর আইন, সম্পদকর বিধিমালা এবং সম্পদকর সম্পৃক্ত সকল জারীকৃত আদেশ বা নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে।

মোঃ হুমায়ুন কবির ভূঁইয়া  
প্রথম সচিব (আয়কর নীতি)

**Bangladesh Tax Update**  
[www.kdroy.com.bd/www.ltr.com.bd](http://www.kdroy.com.bd/www.ltr.com.bd)

জারাবো/কর-৭/আঃআঃবিঃ/

তারিখঃ ২৩/০৯/৯৯ ইং

পরিপত্র নং-২ (আয়কর)

১৯৯৯-২০০০

**বিষয়ঃ উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহের কতিপয় ক্ষেত্রে কর্তনকৃত/সংগ্রহকৃত করকে চূড়ান্ত করদায় পরিশোধ হিসাবে গণ্যকরণ -এইরূপ ক্ষেত্রে মোট আয় নিরূপনের বিষয় স্পষ্টীকরণ।**

অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে নতুন ধারা ৪২C সংযোজনের মাধ্যমে কতিপয় ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহকে চূড়ান্ত করদায় পরিশোধ হিসাবে গণ্য করার বিধান করা হইয়াছে। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে উক্ত ধারা সংশোধনপূর্বক নতুন দুইটি ক্ষেত্রকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং একটিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। বাদ দেওয়া ক্ষেত্রটি হইতেছে লভ্যাংশ হইতে উৎসে কর কর্তন। যদিও ইহাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে তথাপিও শুধুমাত্র ১৯৯৮-৯৯ আয় বৎসরে লভ্যাংশ হইতে উৎসে কর্তনকৃত কর ১৯৯৯-২০০০ কর বৎসরে চূড়ান্ত করদায় পরিশোধ বলিয়া গণ্য হইবে।

সংশোধিত ধারা ৪২C অনুসারে চূড়ান্ত করদায় পরিশোধ হিসাবে গণ্য হইবে এইরূপ উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহের ক্ষেত্রসমূহ হইতেছেঃ-

- (ক) তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান নিয়োজিত ঠিকাদার ব্যতীত অন্য সকল ঠিকাদার বা সরবরাহকারীদের বিল হইতে উৎসে কর কর্তন (ধারা-52, বিধি-16);
- (খ) বিড়ি উৎপাদনকারীদের নিকট হইতে ব্যাভরোল ত্রয়ের সময় ব্যাভরোলের মূল্যমানের উপর উৎসে কর সংগ্রহ (ধারা-52B);
- (গ) পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইহার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য কাঁচামাল আমদানী ব্যতিরেকে অন্য সকল পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে উৎসে কর সংগ্রহ (ধারা-53, বিধি-17A);
- (ঘ) সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দলিল মূল্যের উপর উৎসে কর সংগ্রহ (ধারা-53H, বিধি-17I);
- (ঙ) সেভিংস ইনস্ট্রুমেন্টস এর সুদ হইতে উৎসে কর কর্তনের ক্ষেত্রে (ধারা-52D);
- (চ) রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের আবাসিক বানিজ্যিক ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত প্ল্যান অনুমোদনের সময় উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে (ধারা-52H)।

তবে সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মূলধনী মুনাফা আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 32 এর উপ-ধারা (6), (8), (9) ও (10) অনুসারে বিনিয়োগ করা হইলে অথবা আইনে নির্দিষ্ট সময়



গীমার মধ্যে বিনিয়োগের ঘোষণা প্রদান করা হইলে ধারা-53H, বিধি-171 অনুসারে উৎসে সংগ্রহকৃত করকে চূড়ান্ত করদায় পরিশোধ হিসাবে গণ্য করা হইবে না। এই বিষয়টি ২০.০৮.৯৮ ইং তারিখের পরিপত্র-১ (আয়কর)/৯৮-৯৯, এ উল্লেখ করা হইয়াছিল। আয়কর অধ্যাদেশের 52D ধারা অনুযায়ী সেভিংস ইনস্ট্রুমেন্ট এর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে আয়কর নিরূপন প্রযোজ্য হইবে না। এই ক্ষেত্রে Scheduler পদ্ধতিতে আয় নিরূপণ করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে উৎসে কর্তৃত/সংগ্রহকৃত কর যেহেতু চূড়ান্ত করদায় পরিশোধ হিসাবে গণ্য হইবে, সেহেতু এই সকল ক্ষেত্রে আয় নিরূপণের প্রক্রিয়াটি কি হইবে? এই বিষয়ে কর কর্মকর্তা ও করদাতাদের মধ্যে নানারূপ বিভ্রান্তি বিরাজ করিতেছে বলিয়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অবহিত হইয়াছে। এইরূপ সকল বিভ্রান্তি নিরসনকল্পে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হইল:

আইনের বিধান অনুযায়ী একজন করদাতার নিকট হইতে যেই পরিমাণ কর উৎসে কর্তৃত বা সংগ্রহ করা হইয়াছে, সংশ্লিষ্ট কর হার অনুযায়ী সেই পরিমাণ করের আনুপাতিক আয় নিরূপন করিতে হইবে। এইরূপ আনুপাতিক আয়ের বিপরীতে পূর্ববর্তী বৎসরের লোকসান বা বিবেচনাধীন বৎসরের অন্য কোন খাতের লোকসান সমন্বয় করা যাইবে না। এইরূপ উৎসে কর্তৃত বা সংগ্রহকৃত কর করদাতার অন্য কোন করদায়ের (Tax liability) সহিত সমন্বয় করা যাইবে না। বর্ণিত সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মে আয়কর রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।

যেহেতু ধারা 82C এর বিধান অনুযায়ী ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বৎসরে উৎসে কর্তৃত/সংগ্রহকৃত করের বিপরীতে ১৯৯৯-২০০০ কর বৎসরে আয় প্রদর্শন করিতে হইবে, সেহেতু ১৯৯৯-২০০০ কর বৎসরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর হার এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। উৎসে কর কর্তৃত বা কর সংগ্রহ করা হইয়াছে এইরূপ কোন করদাতার যদি উৎসে কর কর্তৃত বা সংগ্রহ সংক্রান্ত খাত ছাড়া অন্য কোন খাতে আয় না থাকে, তাহা হইলে এই বৎসরের কর হার অনুযায়ী কর্তৃত বা সংগ্রহকৃত করের বিপরীতে আনুপাতিক আয় নিরূপন করিতে হইবে। এইরূপ করদাতার অন্য কোন খাতে আয় থাকিলে প্রথমে অন্য খাতের আয় ও কর নিরূপণ করিয়া পরে উৎসে করের বিপরীতে প্রযোজ্য আয় স্তর ও কর হার প্রয়োগপূর্বক আয় নিরূপন করিতে হইবে। কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে পরিষ্কার করা হইল:

**উদাহরণ-১:** ধরা যাক, একজন ব্যক্তি করদাতার উৎসে কর্তৃত করের পরিমাণ ২০,০০০/- টাকা। তাঁহার আনুপাতিক আয় দাঁড়াইবে-

|  |               |
|--|---------------|
| প্রথম স্তরে করমুক্ত আয় .....  | ৭৫,০০০ টাকা   |
| দ্বিতীয় স্তরে ৫,০০০ টাকা করের জন্য আয় (১০% হারে পরবর্তী ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত) .....   | ৫০,০০০ টাকা   |
| তৃতীয় স্তরে (২০,০০০ - ৫,০০০) = ১৫,০০০ টাকা করের জন্য আয় (১৮% হারে পরবর্তী ১,২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত [(করের পরিমাণ × ১০০) ÷ ১৮] = [(১৫,০০০ × ১০০) ÷ ১৮] ..... | ৮৩,৩৩৩ টাকা   |
| মোট আয় .....  | ২,০৮,৩৩৩ টাকা |

উদাহরণ-২ঃ ধরা যাক, একজন ব্যক্তি করদাতার উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ ২০,০০০/- টাকা। তাঁহার আনুপাতিক আয় দাঁড়াইবে-

|  |            |
|--|------------|
| প্রথম মোট আয় ৭৫,০০০/- এর জন্য আয়কর .....   | শূন্য      |
| পরবর্তী মোট আয় ৫০,০০০/- এর জন্য আয়কর ..... | ৫,০০০ টাকা |
| পরবর্তী মোট আয় ১০,০০০/- এর জন্য আয়কর ..... | ১,৮০০ টাকা |
| মোট ১,৩৫,০০০/- .....                         | ৬,৮০০ টাকা |

সুতরাং ইলেকট্রনিক্স ব্যবসার জন্য প্রদেয় আয়কর ৬,৮০০/- টাকা। ১৯৯৯-২০০০ কর বর্ষে করমুক্ত আয়ের সীমা ৭৫,০০০/- টাকা। এই করমুক্ত সীমা পর্যন্ত আয় (exemption limit) ইতোমধ্যে ইলেকট্রনিক্স ব্যবসা আয়ের উপর কর হইয়াছে। সুতরাং উৎসে কর্তিত করের বিপরীতে আয় নিরূপনের সময় এই করমুক্ত আয় পুনরায় বিবেচনা করার কোন অবকাশ নাই। ইলেকট্রনিক্স ব্যবসায়ের আয়ের উপর কর নিরূপন কর স্তরের যেই ধাপে শেষ হইয়াছে, সেই ধাপ হইতে উৎসে কর্তিত করের উপর আনুপাতিক আয় পরিগণনা করিতে হইবে।

আয় স্তরের তৃতীয় ধাপে ১,২৫,০০০/- টাকা আয়ের ক্ষেত্রে কর হার ১৮%। এই ১,২৫,০০০/- টাকার মধ্যে ১০,০০০/- টাকা ইলেকট্রনিক্স ব্যবসার আয়ের সাথে সম্পৃক্ত এবং ইতোমধ্যে বিবেচিত। সুতরাং এই আয় স্তরের অবশিষ্ট ১,১৫,০০০/- টাকার বিপরীতে ১৮% হারে উৎসে কর্তিত কর পরিগণনা করিয়া অবশিষ্ট উৎসে কর্তিত করের বিপরীতে আয় নিরূপন করিতে হইবে।

উৎসে কর্তিত ৩৫,৫৯০/- টাকার বিপরীতে আয় হইবে নিম্নরূপঃ

|  |               |
|--|---------------|
| আয় স্তরের তৃতীয় ধাপের ১,১৫,০০০/- টাকা (১,২৫,০০০ - ১০,০০০) এর জন্য ১৮% হারে আয়কর ২০,৭০০০/- টাকা অর্থাৎ ২০,৭০০/- টাকা আয়করের জন্য আয় (১৮%) হারে ..... | ১,১৫,০০০ টাকা |
| আয় স্তরের চতুর্থ ধাপে (২৫% হারে) পরিগণনার জন্য অবশিষ্ট আয় (৩৫,৫৯০ - ২০,৭০০) = ১৪,৮৯০/- টাকা আয়করের জন্য আয় (২৫% হারে) .....                          | ৫৯,৫৬০ টাকা   |
| ৪২C ধারায় আয় .....   | ১,৭৪,৫৬০ টাকা |

এখন করদাতার মোট আয় দাঁড়াইবেঃ

|  |               |
|--|---------------|
| ইলেকট্রনিক্স ব্যবসার জন্য নিরূপিত আয় .....        | ১,৩৫,০০০ টাকা |
| উৎসে কর্তিত/সংগ্রহকৃত করের জন্য আনুপাতিক আয় ..... | ১,৭৪,৫৬০ টাকা |
| মোট আয় .....                                      | ৩,০৯,৫৬০ টাকা |



উদাহরণ-৩ঃ ধরা যাক একজন করদাতার উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ ২৫,০০০/- টাকা।  
তাঁহার গৃহ সম্পত্তি ও কৃষি আয়ের সমষ্টি ৪২,০০০ টাকা। সেইক্ষেত্রে তাঁহার  
আয় দাঁড়াইবে-

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| গৃহ সম্পত্তি ও কৃষি আয় .....  |               | ৪২,০০০ টাকা   |
| প্রথম স্তরের করমুক্ত সীমার অবশিষ্ট পরিমাণ<br>(৭৫,০০০ - ৪২,০০০) .....   | ৩৩,০০০ টাকা   |               |
| দ্বিতীয় স্তরের ৫,০০০ টাকা আয়করের জন্য আয়<br>(১০% হারে পরবর্তী ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত) .....  | ৫০,০০০ টাকা   |               |
| তৃতীয় স্তরে অবশিষ্ট (২৫,০০০ - ৫,০০০) =<br>২০,০০০ টাকা করের জন্য আয় (১৮% হারে<br>পরবর্তী ১,২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত [(২০,০০০ ×<br>১০০) ÷ ১৮] ..... | ১,১১,১১১ টাকা |               |
| ৪২C ধারায় আয় .....   |               | ১,৯৪,১১১ টাকা |
| মোট আয় .....  |               | ২,৩৬,১১১ টাকা |

করদাতা বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াত (Investment Tax Credit) এর কোন দাবী থাকিলে তাহা ৪২C ধারায় চূড়ান্ত দায় যেই উৎসের ক্ষেত্রে গণ্য করা হইয়াছে, সেই উৎস ব্যতীত অন্যান্য উৎসের উপর নিরূপিত করের বিপরীতে প্রদেয় হইবে। উপরের ২নং উদাহরণেই কেবল এইরূপ কর রেয়াত প্রদান করা যাইবে। ১ ও ৩ নং উদাহরণে অন্য উৎসের উপর যেহেতু কোন কর ধার্য্য হয় নাই, তাই ইহার উপর কর রেয়াত প্রদেয় হইবে না।

করদাতার নিজ বাসগৃহ ব্যতীত অন্যান্য পরিসম্পদের অর্জন মূল্য (acquisition cost) ১০ (দশ) লক্ষ টাকার অধিক হইলে মোট আয়করের উপর ১০% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।

করদাতা যদি অন্যান্য ব্যবসা এবং উৎসে কর্তিত বা সংগ্রহকৃত কর খাতের ব্যবসার জন্য সমন্বিত হিসাব সংরক্ষণ করেন তাহা হইলে উভয় খাতে প্রদর্শিত গ্রস মুনাফার ভিত্তিতে আনুপাতিক প্রশাসনিক খরচ বিবেচনা করিয়া অন্যান্য খাতের আয় নিরূপন করিতে হইবে। অন্য খাতের লোকসান ৪২C ধারার সূত্রের নিরূপিত মুনাফার সহিত সমন্বয় করা যাইবে না।

কোম্পানীর ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত বা সংগ্রহকৃত করের বিপরীতে আনুপাতিক আয় নিরূপণে কোন সমস্যা নাই। কারণ কোম্পানীর সমুদয় আয়ই করযোগ্য এবং এই খাতে স্তর ভিত্তিক কর হারের ব্যাপার নাই বরং flat rate এ কর আরোপনযোগ্য। যেমন, কোন প্রাইভেট লিঃ কোম্পানীর আমদানীর আমদানী পর্যায়ে উৎসে কর সংগ্রহের পরিমাণ ২,৫০,৫৫০/- টাকা। ইহার বিপরীতে আনুপাতিক আয় হইবেঃ

|   |               |
|---|---------------|
| [(উৎসে সংগ্রহকৃত কর × ১০০) ÷ প্রযোজ্য কর হার] |               |
| = [(২,৫০,৫৫০ × ১০০) ÷ ৪০] .....               | ৬,২৬,৩৭৫ টাকা |

এখানেও যদি কোম্পানীর একাধিক ব্যবসা থাকে এবং সমন্বিত হিসাব সংরক্ষণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিভিন্ন খাতে প্রদর্শিত গ্রস মুনাফার ভিত্তিতে আনুপাতিক প্রশাসনিক খরচ বিবেচনা করিয়া অন্যান্য খাতের আয় নিরূপন করিতে হইবে।

উৎসে কর্তৃত/সংগ্রহকৃত করের বিপরীতে আনুপাতিক আয় নিরূপনের সময় আয় পরিগণনার সামান্য ভুল ত্রুটি (অর্থাৎ সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা পর্যন্ত আয় কম বা বেশী প্রদর্শণ) অগ্রাহ্য করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।

আমিনুর রহমান

প্রথম সচিব (আয়কর নীতি)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

**Bangladesh Tax Update**

[www.kdrey.com.bd](http://www.kdrey.com.bd)/[www.ltr.com.bd](http://www.ltr.com.bd)